بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ٥

واتبع سبيل من اناب الى

লক্ষ্মীপুর হানাফি ও মোহাম্মদিদের

বাহাছ

জেলা যশোহর, পোঃ- কোটচাঁদপুর, সাং শিবনগর নিবাসী

মোহাম্মদ বাছের বিশ্বাস কর্ত্তৃক

প্রণীত।

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—

খ্যাতনামা পীর, মাহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্

শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ) -এর

পৌত্র পীরজাদা আল্হাজ্জ **মোহাম্মাদ শরফুল আমিন**

কর্ত্তৃক

বশিরহাট মাওলানা বাগ "**নবনূর প্রেস**" হইতে প্রকাশিত

তৃতীয় মুদ্রণ

মূল্য ঃ ২০ টাকা মাত্র।

লক্ষ্মীপুরের বাহাছ-বিবরণ!

জেলা যশোহর কোটচাঁদপুর থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর গ্রামে গত কার্ত্তিক মাসে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বঙ্গ বিখ্যাত আলেম ও বক্তা জনাব মওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব ও মাওলানা আহমদ আলী এনায়েৎপুরী সাহেব ধর্ম্ম শিক্ষা ও সামাজিকতা সম্বন্ধে ওয়াজ নছিহত করতঃ পরদিন খয়েরতলা গ্রামে সভার জন্য গমন করেন। উক্ত গ্রাম ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ২-১ খানা গ্রামে কয়েক ঘর মোহাম্মদী নামধারী মজহাব বিদ্বেষী লোক বাস করে। তাহারা ইতিপূর্ব্বে গুপ্তভাবে তাহাদের স্ব-মতাবলম্বিদিগকে বাহাছ করিবার জন্য আসিতে সংবাদ দেয়। হানাফী আলেমগণ পূর্ব্বে এ বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। পরদিন যখন মাওলানা রুহল আমিন সাহেব ও মওলানা আহমদ আলী এনায়েৎপুরী সাহেব পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত খয়েরতলা গ্রামে সভায় যাইবার জন্য কোটচাঁদপুর ষ্টেশনে আসেন, তথায় মজহাব বিদ্বেষিদের পালের গোদা মৌঃ একাজদ্দিন সাহেব ও মৌঃ আবদুন্নুর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয় ও কথাবার্ত্তায় জনাব মাওলানা সাহেব জানিতে পারেন যে,তাহারা লক্ষ্মীপুরে বাহাছ করিতে যাইতেছেন।

মওলানা রুহল আমিন সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনাদের পক্ষীয় লোকেরা আমাদিগকে সংবাদ না দিয়া এরূপ গুপ্তভাবে আপনাদিগকে আনাইয়া কপটাচরণ করিলেন কেন? তদুত্তরে মৌঃ একাজদ্দিন তাহাদের সঙ্গীয় (লক্ষ্মীপুর নিবাসী) লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কেন পূর্ব্বে হানাফিদিগকে সংবাদ দাও নাই, লোকটি নিরুত্তর থাকায় মৌঃ একাজদ্দিন লোক দেখান ভদ্রতা করিয়া বলিলেন, তোমরাই

'কাত্তান' শরীর' (দুষ্ট ও কলহপ্রিয়) আমরা আর তোমাদের আহ্বানে আসিব না, তোমরা মর ইত্যাদি ইত্যাদি। মৌঃ আবদুন্নুর মওলানা রুহুল আমিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি মোহাম্মদিদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহাদের হৃদয় দগ্দীভূত করিতেছেন কেন? উত্তরে মাওলানা সাহেব বলেন যে, প্রথমে আপনারা আমাদিগের অপবাদ প্রচার করেন, আমি মাত্র তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছি।

উক্ত মৌঃ সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শুনিলাম এ অঞ্চলে হানাফিগণ মোহাম্মদিদের পিছনে নামাজ পাঠ করেন না এবং মসজেদে প্রবেশ করিতে দেন না, যদি কোন মোহাম্মদী মসজেদে প্রবেশ করে, তবে তাহার দ্বারা মসজেদ ধোঁওয়াইয়া লওয়া হয়। প্রত্যুত্তরে মওলানা সাহেব বলেন যে, এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই, কিন্তু মোহাম্মদিরা হানাফিদিগের কাফের মোশরেক বলে, সেক্ষেত্রে তাহাদিগকে মসজেদ হইতে বহিষ্কৃত করা ত দূরের কথা, বরং তাহাদের সহিত সর্ব্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করাই উচিত।

মৌঃ আবদুন্নুর সাহেব বলেন যে, কোথায় হানাফিদিগকে কাফের মোশরেক বলা হইয়াছে? মওলানা সাহেব বলিলেন যে, আপনাদের প্রণীত 'ফেক্‌হে মোহাম্মদী' ও 'দোররায়ে মোহাম্মদী'র অমুক অমুক পৃষ্ঠায় মজহাবিদিগকে কাফের মোশরেক বলা হইয়াছে। ইহা শ্রবণে মৌঃ আবদুন্নূর নির্ব্বাক রহিলেন।

ইতিমধ্যে ট্রেণ ছাড়িয়া দেওয়াতে মওলানা সাহেবদ্বয় খয়েরতলা গ্রামে রওয়ানা হইলেন। পরে মৌঃ একাজদ্দিন লক্ষ্মীপুরে যাইয়া নিরীহ শান্তিপ্রীয় হানাফিদিগকে অতি অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করিতে থাকেন এবং সর্ব্বজনমান্য পীরশ্রেষ্ঠ (যাঁহার একজন সামান্য শিষ্যের এলমের

সহিত মজহাব বিদ্বেষী সমগ্র মৌলবীদলের এলমের তুলনায় অতি হীন ও নগন্য) তাপসকুল রত্ন ফুরফুরা নিবাসী পীর সাহেব কেবলা ও মোহাম্মদিদের সংহার বজ্র মোহাদ্দেছ কুল তিলক মওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেবকে অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করিতে এবং বাহাছ করিব বলিয়া খুব আস্ফালন করিতে থাকেন। এই সংবাদ শ্রবণে নিকটস্থ শ্রীরামপুর গ্রাম নিবাসী মৌলবী আহমদ আলী ও মৌলবী বাশারতুল্লাহ্ সাহেব তথায় আসিয়া মৌঃ আবদুন্নুরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা কোন্ দলীল দ্বারা মজহাবের প্রমাণ চান? মৌঃ আবদুন্নুর সাহেব বলেন যে, কোরাণ ও ছহিহ হাদিশ হইতে। মৌলবী আহমদআলী সাহেব প্রশ্ন করেন যে, হাদিশ ছহিহ কিসে প্রমাণিত হইবে? মোহাম্মদী মৌলবী বলিলেন যে, নিজের বুদ্ধি পরিচালিত মত অথবা আছমায়োর রেজাল হইতে। উত্তরে হানাফি আলেম বলেন যে, নিজের বুদ্ধি পরিচালিত মত অথবা 'আছমায়োর রেজাল' মানিলে ত কেয়াছ ও তকলিদ করা হইল। তখন মোহাম্মদী মৌলবী নিরুত্তর হইয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, আগামী চৈত্র মাসের ১লা, ২রা ও ৩রা তারিখে বাহাছ সভা হইবে। ধোকাবাজ মজহাব বিদ্বেষিদের পূর্ব্ব বর্ণিত অসার আস্ফালন সংবাদ মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরীর নিকট পৌঁছিলে তিনি লক্ষ্মীপুর আসিয়া শুনিলেন যে, গত কল্য মোহাম্মদী মৌলবিরা প্রস্থান করিয়াছেন এবং ১লা, ২রা ও ৩রা চৈত্র বাহাছ সভা হইবে! হানাফিগণ উক্ত তারিখের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহের মোহাম্মদী পত্রিকায় সভা বন্ধ করার উপদেশ ও ১লা ফাল্গুন রংপুর শহরের বাহাছ সভায় খেলাফত কমিটির কয়েকজন নিরপেক্ষ লোক উপস্থিত হইয়া দেশের ও জাতির এই দুর্দ্দিনে বাহাছ করিয়া আত্মকলহ সৃষ্টি না করিয়া অন্ততঃপক্ষে এক বৎসর বাহাছ বন্ধ রাখা উচিত, এই মর্ম্মে লেখা পড়া

ও দস্তখত করিতে অনুরোধ করেন, ফলে উভয় পক্ষে বাহাছবন্ধ রাখা হইবে বলিয়া স্বীকৃত ও দস্তখত করার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া লক্ষ্মীপুরের উভয় দলেরা বাহাছবন্ধ রাখিতে চাহিয়া মৌঃ এফাজদ্দিনের নিকট বাহাছে না আসিবার জন্য দুইখানা পত্র লেখেন। সরলচেতা হানাফিরা সভার কোন যোগাড় না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কপট মজহাব বিদ্বেষিরা কিন্তু গোপনে বাহাছের আয়োজন করেও তাহাদের সর্ব্বেসর্ব্বা ও পালের গোদা মৌঃ এফাজদ্দিন এবং আরও ২।৩ জন মৌলবী নামধারী লোক আনয়ন করে, প্রথম সভার দিন সভাস্থলে কোন হানাফি আলেম উপস্থিত না থাকায় তাহারা ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলা ও মওলানা রুহল আমিন সাহেবের এবং জগদ্বিখ্যাত সত্যমত হানাফী মজহাবের কুৎসা রটনা করিতে থাকে।

এই সংবাদ শ্রবণে পরদিন শ্রীরামপুর নিবাসী মওলানা সেরাজদ্দিন সাহেব এবং মৌলবি আহমদ আলী সাহেব এবং মৌলবী বশারতুল্লাহ সাহেবত্রয় সভাস্থলে আসিয়া গত কল্যাকার বেয়াদবীর কৈফিয়ৎ তলব করেন, তখন মৌঃ এফাজদ্দিন, প্রকাশ্য সভাস্থলে কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া, কোরাণ শরিফ হাতে করিয়া সভ্য মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার হাতে কি? সকলে বলিলেন কোরাণ শরিফ। তখন মৌঃ একাজদ্দিন বলিতে থাকেন যে, আমি হারামজাদা ও শূকরের বাচ্চা যদি হানাফিদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিয়া থাকি। পাঠক দেখুন কি ঘোর মিথ্যা কথা।

'মিথ্যাবাদীর উপর খোদাতালার অভিসম্পাত হউক। কোরাণ শরিফ। উক্ত সভাতেই কোন একটি কথার জন্য মৌঃ এফাজদ্দিনকে স্থানীয় আঃ জব্বার বিশ্বাস গলা ধাক্কা দিয়া বসাইয়া দেন। পরে হানাফী আলেমগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনারা রংপুরে এই শর্ত্তে আবদ্ধ

হইয়াছিলেন যে, এক বৎসর বাহাছ করিব না, তবে আবার এখানে আসিলেন কেন? মোহাম্মদী মৌলবিগণ বলিলেন যে, সে শর্ত্ত আমরা মানি না, পরে উক্ত সভাতেই ২০শে চৈত্র বাহাছের। দিন নির্দ্ধারিত হয়। নিরপেক্ষ পাঠক, দেখুন, উপরোক্ত ঘটনাটী চৈত্রমাসের আহলে হাদিসে কিরূপে বিকৃতাবস্থায় ও সত্য গোপন করিয়া মজহাব বিদ্বেষী গওহর আলী প্রকাশ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিয়াছে। ভদ্রলেখক (?) লিখিয়াছে যে, 'হানাফিগণ মোহাম্মদিগণকে খবর না দিয়া বিগত কার্ত্তিক মাসে বাহাছের তারিখ ধার্য্য করিয়া তাঁহাদের মৌঃ রুহল আমিনকে তথায় লইয়া যায়, লোক পরম্পরায় মোহাম্মদী পক্ষ অবগত হইয়া মৌঃ একাজদ্দিন ও মৌঃ আবদুন্নুরকে লইয়া যান, কোটচাঁদপুর স্টেসনে নামিয়া মৌঃ রুহল আমিনকে দেখিতে পান। তখন মৌঃ একাজদ্দিন বলেন যে, আপনি কোথায় যাইতেছেন? আমরা বাহাছের জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। মৌঃ রুহল আমিন বলেন আমি বাহাছের জন্য সভা করি নাই,বরং ধর্ম্ম সভা করিয়াছিলাম।

লেখক চূড়ামণি (?) এইরূপ বহু নির্জলা মিথ্যা কথা প্রকাশ করিয়া খোদাতা'লার নিকট মালাউন হইয়াছেন কিনা? লেখকের মিথ্যাবাদীতার বহর দেখিলে মনে হয় 'যেমন গুরু তেমনি চেলা, টক্ ঘোল তার ছেঁদা মালা'।

১৮ই চৈত্র কলহ প্রিয় ও সমাজে বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জ্বলনকারী মৌঃ একাজদ্দিন ৬।৭ খানা কেতাব ও তাহাদের প্রচারিত নিন্দানামার সম্পাদক মৌঃ বাবর আলী ও একজন হিন্দুস্থানী মৌলবী আইউব এবং মৌঃ মোজাহারকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মীপুর আসেন, এ সংবাদ টেলিগ্রাম যোগে কলিকাতায় প্রেরিত হইলে, বহু কাজ ও সভা সমিতি পরিত্যাগ করিয়া, মোহাম্মদিদের ধোকা ভঞ্জন করিবার জন্য মজহাব বিদ্বেষিদের

সংহার-বজ্র জনাব মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব ও মওলানা আহমদ আলী এনায়েৎপুরী সাহেব ৬।৭ মণ কেতাব এবং মোহাম্মদী দর্প-ভঙ্গকারী রামপুর নিবাসী মওলানা ওয়াহেদ হোসেন খান, মওলানা তকি আহমদ বেহারী ও মওলানা এছমাইল হোছেন তাতিবাগীকে সঙ্গে লইয়া ১৯শে চৈত্র দিবাগত রাত্রে শ্রীরামপুর নিবাসী মৌলবী আহমদ আলী সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ২০শে চৈত্র বেলা দুইটার সময় উল্লিখিত হানাফী আলেমবৃন্দ স্থানীয় হানাফী আলেম মওলানা শাহ হাজী মোহাম্মদ আবেদ আলী, মওলানা সেরাজদ্দিন, মৌলবী আহমদ আলী, মৌলবী বাশারতুল্লাহ্ ও মৌলবী আবদুল জব্বার সাহেবগণ একখানি গো-শকট পূর্ণ কেতাব সহ লক্ষ্মীপুরে নির্দ্দিষ্ট সভাস্থলে উপনীত হন, মোহাম্মদী মৌলবিগণ তখনও সভাস্থলে আবির্ভূত হন নাই।

হানাফী আলেমগণ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিরাট তক্তপোষের উপর কেতাব রাশি সজ্জিত করিয়া তাহাদের সম্মুখে সুদক্ষ কেতাবদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ মওলানা আহমদ আলী এনায়েত পুরী সাহেব ও মোহাম্মদিদের আসনের সম্মুখে একখানা তক্তপোষের উপরি চেয়ারে মওলানা রুহল আমিন সাহেব এবং অন্য তিনখানা আসনে রামপুরী, বেহারী ও তাতীবাগী মওলানাত্রয় এবং অন্যান্য আসনে অন্য আলেমগণ উপবিষ্ট হইয়া বিপক্ষদের বিষদন্ত চূর্ণ করিবার জন্য তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় চারিটার সময় মোহাম্মদী মৌলবিগণ শুষ্ক কণ্ঠে নীরবে নিজেদের কাঠগড়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন, সম্মুখস্থ কেতাবরাশি ও আলেমগণকে দেখিয়া প্রমাদ গুণিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বাহাছ আরম্ভ হইল।

❊❊❊❊❊

বাহাছ আরম্ভ

প্রথমতঃ মোহাম্মদী মৌঃ বাবর আলী সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া লিখিত শর্তনামা পাঠ করিয়া বলিলেন, হানাফিগণ কোরাণ, সহিহ্ হাদিছ, সাহাবাদিগের কথা কিংবা চারি এমামের কওল (কথা) দ্বারা চারি মজহাব প্রমাণ করিয়া দিন।

হানাফি পক্ষে জনাব মওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, মোহাম্মদিগণ চারি এমামের কথা মানিবেন কি না? যদি না মানেন, তবে তাঁহাদের কথা দ্বারা মজহাব প্রমাণ করিতে বলা বৃথা, আর যদি চারি এমামের কথা মানেন, তবে চারি মজহাব প্রমাণ হইয়া গেল, যেহেতু চারি এমাম কোরাণ হাদিস ইত্যাদি হইতে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই চারি মজহাব।

প্রথমতঃ তাহারা একবার বলেন যে, চারি মজহাব মানি না এবং পুনরায় বলেন যে, চারি এমামের কথা হইতে মজহাব প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ বিপরীত কথা প্রলাপোক্তি মাত্র, বিদ্বানের কার্য্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ সাহাবাগণের কথা হইতে চারি মজহাব প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে, তাহাদের এইরূপ দাবী করাও বৃথা, যেহেতু তাহারা সাহাবাগণের কথা মান্য করেন না। তাহাদের রওজা নাদিয়া ও তনবিরোল আএনা-এন ইত্যাদি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সাহাবাদের কথা শরিয়তের দলীল নহে। হজরত নবি করিম (দঃ) এর সময়ে কেবল মাত্র চারি রাত্রে তারাবিহ্ পড়া হইয়াছিল, কিন্তু রাকয়াতের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই, তৎপরে হজরত ওমারের (রাঃ) সময় হইতে সাহাবাগণের একমতে ত্রিশ রাত্রে বিশ রাকায়াত করিয়া তারাবিহ্ নামাজ পাঠ প্রচলিত হয়, কিন্তু মোহাম্মদিগণ বিশ রাকায়াত তারাবিহ পাঠ করেন না, কাজেই তাহারা

সাহাবাগণের কথা মানিলেন না, এক্ষেত্রে সাহাবাগণের কথা দ্বারা চারি মজহাবের প্রমাণ পেশ করা বৃথা,

তৃতীয়, তাহারা সহিহ্ হাদিস মানিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু এই হাদিস গ্রন্থগুলি হজরত বা সাহাবা অথবা চারি এমামের সময় লিখিত হয় নাই। সাহাবাদিগের সময় ১২০ হিজরী অবধি ছিল, তাবেয়িগণের সময় ১৭০ হিজরী অবধি ছিল। তাবা তাবিয়িদিগের সময় ২২০ হিজরী অবধি ছিল। মেরকাত ৫ম খণ্ড, ৫২০ পৃষ্ঠা, তাক্‌মেলায়ে মাজামায়োল বেহার ১৪৪।১৪৫ পৃষ্ঠা—

এমাম আবুহানিফা (রঃ) ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫০ হিজরীতে মৃত্যু মুখে পতিত হন। ইনি তাবেয়ি ছিলেন। এমাম মালেকের (রঃ) জন্ম ৯৫ হিজরী ও মৃত্যু ১৯৯ হিজরিতে হয়।

এমাম শাফিয়ির (রঃ) জন্ম ১৫০ হিজরী ও মৃত্যু ২০৪ হিজরীতে। এমাম আহমদের (রঃ) জন্ম ১৬৪ হিজরী ও মৃত্যু ২৪১ হিজরীতে হয়।

সেহাহ্ লেখকগণ কোন সাহাবা কিম্বা তাবেয়িকে দর্শন করেন নাই, তাহারা তাবেয়ি কিম্বা তাবা তাবেয়ির অন্তর্গত ছিলেন না এবং তাহাদের কেতাব গুলি সাহাবা কিংবা চারি এমামের সময় লিখিত হয় নাই।

এমাম বোখারীর জন্ম ১৯৪ হিজরী, মৃত্যু ২৯৬ হিজরী। এমাম মোসলেমের জন্ম ২০৪ হিজরী, মৃত্যু ২৬১ হিজরী। এমাম আবু দাউদের জন্ম ২০২ হিজরী, মৃত্যু ২৫৭ হিজরী, এমাম তেরমেজির জন্ম ২০৯ হিজরী, মৃত্যু ২৭৯ হিজরী। এমাম নাসায়ির জন্ম ২১৪ হিজরী, মৃত্যু ৩০৩ হিজরী। এমাম এবনে মাজা জন্ম ২০৯ হিজরী, মৃত্যু ২৭৩ হিজরীতে হইয়াছিল। একমাল ৪০-৪৫ পৃষ্ঠা, তদরিবোরাবি, ২৫৭-২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উক্ত এমামগণ সহিহ্ হাদিস নির্ব্বাচন করিতে যে যেরূপ

কাল্পনিক শর্ত্ত স্থির করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কি খোদা রসূলের কথা? তাঁহারা এইরূপ শর্ত্তের উপর নির্ভর করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। রাবিদের কয়েক শ্রেণী ছিলেন, তাঁহাদের প্রথম শ্রেণীর হাদিস সমুহকে এমাম বোখারী সহিহ স্থির করিলেন, অবশিষ্ট কয়েক শ্রেণীর হাদিসগুলি তাঁহার মতে জইফ। এমাম মোসলেম প্রতম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদিসগুলি সহিহ্, এবং অবশিষ্টকয়েক শ্রেণীর হাদিসগুলি জইফ স্থির করিয়াছেন। এমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর হাদিসগুলি সহিহ্ স্থির করিয়াছেন, চতুর্থ শ্রেণীর হাদিসগুলি জইফ বলিয়াছেন। এমাম তেরমেজি চারি শ্রেণীর সমস্ত হাদিছগুলিকে সহিহ্ স্থির করিয়াছেন. আবার এমাম বোখারির সহিহ্ মানিত কতকগুলি হাদিস এমাম মোসলেম অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মোসলেমের সহিহ মানিত কতকগুলি হাদিস ইমাম বোখারী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আরও এমাম আবু দাউদ, নাসায়ী ও তেরমিজির সহিহ্ মানিত কতকগুলি হাদিস এমাম বোখারী ও মোসলেম জইফ স্থির করিয়াছেন, অন্য পক্ষে এমাম বোখারী ও মোসলেমের সহিহ্ মানিত কতকগুলি হাদিস এমাম আবু দাউদ, নাসায়ী প্রভৃতি জইফ স্থির করিয়াছেন।

এইরূপ কাল্পনিক মতের হাদিসকে সহিহ ও জইফ বলা কি খোদা রসুলের মত? তাঁহারা যে হাদিসকে সহিহ কিম্বা জইফ বলিয়াছেন, তাহাকে তাহাই বলিয়া মান্য করিয়া লইতে হইবে, তাঁহাদের ছয়খণ্ড কেতাবের হাদিস থাকিতে অন্য কেতাবের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না, সহিহ বোখারি ও মোসলেমের হাদিস থাকিতে অবশিষ্ট চারি খণ্ড কেতাবের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না, সহিহ বোখারির সাদিস থাকিতে সহিহ্ মোসলেমের হাদিস গ্রাহ্য হইবে না, ইহা খোদা ও রসুল কোথায় বলিয়াছেন, অথবা সাহাবাগণ কিম্বা চারি এমাম কোথায় বলিয়াছেন?

মৌঃ বাবর আলীর দাবী অনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, যে হাদিস গ্রন্থ হজরত নবি করিম (দঃ) বা তাঁহার সাহাবাগণের সময় লিখিত হইয়াছে তাহাই যেন তিনি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেন, আড়াই কিম্বা তিনশতবৎসর পরে কল্পিত মতে লিখিত হাদিস গ্রন্থগুলি প্রমাণ স্বরূপ যেন পেশ না করেন।

শ্রোতৃগণ! আপনারা জানিয়া রাখুন, মোহাম্মদিদের সম্মুখে যে সমস্ত হাদিস গ্রন্থ আছে, তৎসমুদয়ের একখানি হজরত বা তাঁহার সাহাবাগণের সময় লিখিত হয় নাই, অতএব একখানি হাদিছ গ্রন্থেও তাঁহাদের পক্ষে প্রামাণ্য হইতে পারে না! এখন কেবল বাকী রহিল কোরাণ শরিফ, ইহার কোন্ পারায় কোন্ আয়তে স্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে যে, হানাফি, শাফিয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এই চারি মজহাব অবলম্বিগণ বেদয়াতি, মোশরেক বা কাফের, তাহা মোহাম্মদিগণ নিজ দাবী অনুসারে দেখাইয়া দিতে বাধ্য হইবেন। ইহা বলিয়া হানাফি আলেম মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব বসিয়া গেলেন।

মৌঃ বাবর আলী দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হাদিস পূর্ব্বে লোকের কণ্ঠে ছিল, কিছুকাল পরে উহা লিখিত হয়, কাজেই, যে কোন কালে যে কোন স্থানের হাদিস হউক না কেন, আমরা মানি। মৌঃ এফাজদ্দিন বলিলেন আমরা হাদিস মানি, কিন্তু চারি মজহাব মানি না।

হানাফি আলেম মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব দাঁড়াইয়া বলিলেন, সহিহ মোসলেমের দ্বিতীয় খণ্ড ৪১৪ পৃষ্ঠায় আছে,—হজরত বলিয়াছেন—

'তোমরা আমা হইতে কোরাণ ব্যতীত কিছু লিখিওনা, যে ব্যক্তি আমা হইতে কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছে, সে যেন উহা মিটাইয়া দেয়. ইহাতে প্রামানিত হয় যে, হাদিস লিখন নিষিদ্ধ বা বেদয়াত। আড়াই বা তিনশত বৎসর পরে হাদিসতত্ত্ববিদগণ হাদিস লিখিয়াছেন, তাহা ত

উপরোক্ত হাদিস অনুসারে বেদয়াত হইবে, এইরূপ বেদয়াত সমন্বিত যে কোন কালের হাদিছ আপনাদের মতে কিরূপে দলীল হইবে?

দ্বিতীয়, আপনারা মজহাব মানেন না, তবে উহা মান্য করা কি বেদয়াত হইবে, না হারাম, না শেরক, না মোবাহ্ হইবে?

মোঃ মৌঃ এফাজদ্দিন সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, যাহা হয় নাই তাহা মানিব কিরূপে? মৌঃ বাবর আলি সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, রাম না হইতে রামায়ণ হইবে কিরূপে?

হানাফি আলেম দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থ লোকের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মোহাম্মদী মৌলবিগণ চারি মজহাবকে হারাম, শেরক অথবা বেদয়াত কিছুই প্রমাণ করিতে পারিলেন না। আর যদি তাহাদের শক্তি সামর্থ থাকে, তবে আমার সম্মুখে উহা প্রমাণ করুন। তৎপরে তিনি তাহাদের ধোকা জাল ছিন্ন করিবার জন্য কোরাণ শরিফের তফসির পাঠ করিয়া চারি মজহাবের কোন একটি মান্য করা ওয়াজেব সাব্যস্ত করিয়া দিলেন, যথাঃ— প্রথম তফসিরে আহমদী, ইহার প্রণেতা আলমগীর বাদশাহের পরম গুরু মোল্লা জিওন সাহেব, তিনি উক্ত তাফসিরের ৫২৩ পৃষ্ঠায় সুরা আম্বিয়ার আয়তের টীকায় লিখিয়াছেন—চারি মজহাব সত্য, অতএব তকলীদকারী (মজহাব মান্যকারী) (এমাম চতুষ্টয়ের) কোন এক এমামের মজহাব মান্য করিলে, ওয়াজেব পালন করিল, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট ভাবে উহার একটী অবলম্বন করা কর্তব্য এবং (উহা ত্যাগ করতঃ) অন্য মজহাব গ্রহণ না করা কর্ত্তব্য।

আরও উক্ত তফসিরের ৫২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—এক মজহাব গ্রহণ করিয়া উক্ত নির্দ্দিষ্ট মজহাবের উপর সর্ব্বদা থাকা এবং অন্য মজহাব গ্রহণ না করা ওয়াজেব।

ভারত গৌরব, শায়খোল হেন্দ মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেব তফসিরে আজিজির ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন— খোদাতায়ালার

হুকুমে ছয় দল লোকের পয়রবি করা ফরজ, তম্মধ্যে শরিয়তের এমামগণ ও তরিকতের পীরগণ একদল, সাধারণ উম্মতের উপর তাহাদের একজনের হুকুম মান্য করা ওয়াজেব, কেননা তাঁহারাই শরিয়তের নিগূঢ় মর্ম্ম ও তরিকতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, (ইহার প্রমাণ সুরা নহলের এই আয়ত), যদি তোমরা না জান, তবে জ্ঞাতাকে জিজ্ঞাসা কর।

তফসির রুহোল বায়ান, ২য় খণ্ড ৫০১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, আহলে জেকের হানাফি সুফিদের অগ্রণী মহামতি এমাম আজম (রঃ), আহলে জেকর শাফিয়ি সুফিদের অগ্রণী মহিমান্বিত এমাম শাফিয়ী (রঃ), আহলে জেকের হাম্বলী সুফিদের অগ্রণী ধার্ম্মিক প্রবর এমাম আহমদ বেনে হাম্বল (রঃ) ও আহলে জেকর মালিকী সুফিগণের অগ্রণী এমাম মালেক (রঃ) ছিলেন।

এই মহা মহা এমাম চতুষ্টয় মহিমান্বিত খলিফা চতুষ্টয়ের ন্যায় নক্ষত্র তুল্য, বরং চন্দ্র তুল্য, বরং সূর্য্যের তুল্য ছিলেন. পথিক তাঁহাদের মধ্যে যে কোন একজনার অনুসরণ করিলে, স্পষ্ট সত্য পথ প্রাপ্ত হইবে। তাঁহারা সত্য ধর্ম্মরূপ গৃহের চারিটী স্তম্ভের তুল্য ছিলেন, তাঁহারা কোতব ও আলিগণের মধ্যে যেরূপ আকাশমণ্ডলের হিসাবে আরশের তুল্য ও নক্ষত্রমালার হিসাবে সূর্য্যের তুল্য ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে কেয়ামত অবধি তাহাদিগের অনুসরণ ব্যতীত বেহেশ্‌তের পথ প্রাপ্তি ও খোদা দর্শন লাভ অসম্ভব। যে ব্যক্তি শরিয়ত, তরিকত ও হকিকতে তাঁহাদের অনুসরণ করিল, তাঁহাদের এলম শিক্ষা করিল, তাঁহাদের কার্য্যবলীর ন্যায় কার্য্য করিল, তাহাদের ন্যায় চরিত্র গঠন করিল, তাঁহাদের সাধ্যমতে তাঁহাদের কোন একজনার মজহাব পালন করিল, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি হজরত রসুলে খোদা (সাঃ) এক পদানুসরণ করিল, আর যে ব্যক্তি তাঁহাদের পদানুসরণ না করে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি হজরতের

পদানুসরণ হইতে ভ্রান্তি পথে পতিত হইল ও কবুলের ত্রিসীমা হইতে দূরে পতিত হইল। শ্রোতৃবৃন্দ তন্ময় হইয়া মারহাবা মারহাবা ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত করিয়া তুলিল। নির্দ্দিষ্ট পনর মিনিট সময় শেষ হওয়াতে হানাফি আলেম বক্তৃতা বন্ধ করিয়া উপবেশন করিলেন। মোহাম্মদী মৌঃ বাবর আলী সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, বাহরুল উলুম ও মাওলানা আবদুল হাই লাখনাবি বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা কোন এক নির্দ্দিষ্ট মজহাব মান্য করা ওয়াজেব করেন নাই। ইহা বলিয়া তিনি গলদঘর্ম্ম হইয়া, সেই অবস্থায় বসিয়া পড়িলেন।

মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া তেজপূর্ণ ভাষায় বলিলেন, আপনারা কেবল খোদা ও রসুলের কথা হইতে দলীল পেশ করিবেন, বাহরুল উলুম ও মাওলানা আবদুল হাই লাখনাবি সাহেবদ্বয় খোদা ও রসুল নহেন, অতএব তাঁহাদের কথা এ স্থলে পেশ করিতে পারেন না।

দ্বিতীয়, খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফের সুরা নেসায় বলিয়াছেন —যেব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হইবার পরে রছুলের খেলাফ করিবে এবং মুসলমানগণের বিরুদ্ধ পথের অনুসরণ করে, আমি তাহার গম্য পথে তাহাকে লইয়া যাইব এবং তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইয়া দিব।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসিরে কবিরের ৩য় খণ্ডে ৩২২ পৃষ্ঠায়, তফসীরে আহমদীর ৩১৬ পৃষ্ঠায়, তফসিরে বয়জবির ২য় খণ্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায়, তফসিরে রুহুল মায়ানির ২য় খন্ডের ১৭৭ পৃঃ তফসিরে নায়সাপুরীর ৫ম খণ্ডের ১৭৫ পৃষ্ঠায় এবং তফসিরে এবনে কসিরের ৩য় খণ্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এজমা কোরাণ ও হাদিসের তুল্য অকাট্য দলীল, এজমার বিরুদ্ধমত অবলম্বন করা হারাম ও এজমার বিরুদ্ধ মতাবলম্বন করিলে, জাহান্নামি হইতে হইবে।

মেশকা[illegible] ৩০ পৃষ্ঠা, [illegible] বলিয়াছেন, নিশ্চয় খোদাতায়ালা আমার উম্মতকে গোমরাহির উপর এ[illegible] করিবেন না, খোদাতায়ালার

সাহায্য জামায়াতের উপর আছে, যে ব্যক্তি জামায়াত হইতে পৃথক হইল, সে দোজখে পতিত হইবে। মেরকাত প্রথম খণ্ড ২০৫ পৃষ্ঠা, উপরোক্ত হাদিসে বিদ্বানগণের এজমা সত্য হওয়া প্রমাণিত হইল। এমাম বোখারী সহিহ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ১৬৫ পৃষ্ঠায় কোরাণ শরিফের একটি আয়ত ও একটি হাদিস দ্বারা বিদ্বানগণের এজমা মান্য করা স্থির করিয়াছেন।

হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের মোজতাহেদগণ কোন সময় কোন এক শরিয়তের হুকুম স্বীকার করিলে, তাহাকে এজমা বলা হয়. কোরাণ শরিফের উক্ত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, যে কোন সময়ের এমাম মোজতাহেদগণ কোন একটি কার্য্যে এক মতে স্বীকার করিলে, উহার বিরুদ্ধাচরণ করা জয়েজ নহে, উহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে জাহান্নামী হইতে হইবে। তৎপরে তিনি তফসিরে মোজহারীর লিখিত মর্ম্ম শুনাইয়া দিলেন। উহার মর্ম্ম এই যে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ করণের (দ্বিতীয় বা আড়াই শতাব্দীর) পর সুন্নত জামায়াত চারি মজহাবে বিভক্ত হইয়াছে এবং চারি মজহাব ভিন্ন ফরুয়াত মসলা মাসায়েল বাকী নাই, এই হেতু মিলিত এজমা হইয়াছে যে, যে কোন কথা উক্ত চারি মজহাবের বিরুদ্ধ হইবে তাহা বাতিল হইবে। (হজরত) রসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা আমার উম্মতকে গোমরাহির উপর একত্রিত করিবেন না।

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইমানদারগণের পথের-বিরুদ্ধাচরণ করিবে, আমি তাহাকে তাহার গম্য পথে লইয়া যাইব এবং তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইয়া দিব।

তফসিরে আহমদীর ৫২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, (এমামগণের) এজমা হইয়াছে যে, (বর্ত্তমান যুগে) চারি মজহাবের পয়রবি করা জায়েজ হইবে, কিন্তু তৎপরে যে কোন মোজতাহেদ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পয়রবি করা জায়েজ নহে।

আল্লামা এবনে নজিম মিস্রি আশবাহ্ অন্নাজায়ের গ্রন্থের ১৩১

পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি চারি এমামের খেলাফ করিবে, সে ব্যক্তি এজমার বিরুদ্ধাচরণকারী হইবে।

এবনো হাজার কাফফোর রেয়া গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমামগণ বলিয়াছেন যে, কোন মুফতি কাজীর পক্ষে চারি এমাম ভিন্ন অন্যের মত গ্রহণ করা জয়েজ নহে।

এবনোল হোমাম তহরির গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে, চারি এমামের বিরুদ্ধ মজহাবগুলির প্রতি আমল করা নাজায়েজ হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে।

তাহতাবি গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, কোন টীকাকার লিখিয়াছেন, হে ইমানদার সম্প্রদায়, সুন্নত জামায়াত নামীয় নাজি (বেহেশ্‌তী) ফেরকার পয়রবি করা তোমাদের পক্ষে ওয়াজেব, কেননা যে ব্যক্তি তাহাদের সহকারী হইবে, খোদাতায়ালা তাঁহার সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং তাহাকে সৎকার্য্যের ক্ষমতা প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি তাহাদের বিরুদ্ধাচারণ করিবে, খোদাতায়ালা তাহার সাহায্য করিবেন না, তাহার উপর নারাজ ও কোপান্বিত হইবেন। এই বেহেশ্‌তী সম্প্রদায় বর্ত্তমানে চারি মজবাবে একত্রিত হইয়াছেন, তাহারা হানাফি, মালেকী, শাফিয়ীও হাম্বলী সম্প্রদায়, যে ব্যক্তি এই চারি মজহাব হইতে খারীজ হইবে, সে ব্যক্তি বেদয়াতী ও দোজখীদের অন্তর্গত হইবে।

মূল মন্তব্য এই যে, খোদাতায়ালা ও হজরত নবি করিম (সাঃ) মোজতাহেদগণের এজমার অনুসরণ করা ওয়াজেব বলিয়াছেন, আর জগতের মোজতাহেদগণ চারি মজহাবকে সত্য স্থির করিয়া উহার কোন একটি অবলম্বন করা ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন, কাজেই কোরাণ ও হাদিস অনুসারে চারি মজহাবের কোন একটি অবলম্বন করা ওয়াজেব হইল। ইহাতে বাহরুল উলুমের মত বাতিল হইয়া গেল।

মৌঃ বাবরআলী সাহেব দাঁড়াইয়া বলিলেন, কোরাণ শরিফে আছে, দীন ইসলাম পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কাজেই এমামগণের মজহাব মান্য করার কি দরকার আছে?

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন যে, এমাম নাবাবী তহজিবোল আছমা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বিচক্ষণ বিদ্বানেরা বলিয়াছেন, কেয়াস অমান্যকারীদল উম্মতের আলেম ও শরিয়ত বাহকদলের মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না, কেননা বহু সংখ্যক প্রমাণে প্রমাণিত কেয়াসকে তাহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং স্পষ্ট কোরাণ ও হাদিস শরিয়তের এক দশমাংশের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

প্রিয় শ্রোতৃবৃন্দ! আপনারা মনে করুন, শরিয়তের মসলা দশ লক্ষ-তম্মধ্যে এক লক্ষ মাস্‌লা কোরাণ ও হাদিসে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে, অবশিষ্ট নয় লক্ষ মসলা কোরাণ ও হাদিসের অস্পষ্টাংশে আছে, — যে সমস্ত এমামগণের কেয়াস কর্ত্তৃক মস্‌লা আবিষ্কৃত হইয়াছে. দৃষ্টান্ত স্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, পুরুষ লোকের কাফন তিন বস্ত্র, স্ত্রীলোকের কাফন পাঁচ বস্ত্র, ইহা হাদিসে উল্লিখিত আছে, কিন্তু নপুংসকের কাফনেরব্যবস্থা কোরাণ ও হাদিসে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হয় নাই, উহার কাফনের ব্যবস্থা যাহা হাদিসের অস্পষ্টাংশে ছিল,কেয়াস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

এইরূপ মহিষের হালাল ও হস্তীর হারাম হওয়ার ব্যবস্থা হাদিসে আছে, কিন্তু গণ্ডারের হালাল বা হারাম হওয়ার কথা কোরাণ ও হাদিসে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হয় নাই, উহার অস্পষ্ট ব্যবস্থাটী কেয়াস কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। নৌকা বা জাহাজের উপর ফরজপাঠ জায়েজ নহে, উহা হাদিসে আছে, কিন্তু রেলের উপর ফরজ পাঠ জায়েজ কি না, ইহা হাদিস শরিফে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হয় নাই, এতৎ সম্বন্ধে অস্পষ্ট হুকুমটী কেয়াস কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, যব, গম খোর্ম্মা

ও লবণ কম কর্জ্জ দিয়া বেসী গ্রহণ করিলে, সুদ বা হারাম হইবে, ইহা স্পষ্ট ভাবে হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পাট ধান্য, কলাই লৌহ ও তাম্র কম কর্জ্জ দিয়া বেশী লইলে সুদ হইবে কি না, ইহা হাদিস শরিফে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নাই, তৎসমস্তের হারাম হওয়ার অস্পষ্ট হুকুমটী এমামগণের কেয়াস কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে যদি কেয়াস ব্যতীত ইসলাম পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে মোহম্মদিগণ কোরাণ ও হাদিসের স্পষ্টাংশ হইতে এইরূপ সহস্রাধিক মসলার উত্তর প্রদান করুন, নচেৎ এমামগণের কেয়াসে আবিষ্কৃত, মসলাগুলিকে শরিয়তের অংশ বিশেষ বলিয়া স্বীকার করুন। যদি এইরূপ মসলাগুলিকে শরিয়তের অংশ বলিয়া স্বীকার করা না হয়, তবে ইসলাম অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

এমাম রাজি তফসিরে কবিরের তৃতীয় খণ্ডে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—ইসলাম ধর্ম্ম পূর্ণ হইবার মার্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালা সমস্ত মসলার ব্যবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, উহার কতক ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, আর কতক ব্যবস্থা জানিবার জন্য কেয়াস করিবার নিয়ম বর্ণনা করিয়াছেন, কেননা খোদাতায়ালা সমস্ত মসলাকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, এক অংশের ব্যবস্থা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন, আর দ্বিতীয় অংশের ব্যবস্থা প্রথমাংশের উপর কেয়াস করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, অতএব খোদাতায়ালা কেয়াস করিতেও মুসলমানদিগকে কেয়াসি ব্যবস্থা মান্য করিতে হুকুম করিয়াছেন। কাজেই ইহাতে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মসলার ব্যবস্থা প্রকাশ করা হইল, এইহেতু ইসলাম ধর্ম্ম পূর্ণ হইল।

এইরূপ তফসিরে বয়জবি'র ২য় খণ্ড ১৩৫ পৃষ্ঠা, তফসিরে নায়সাপুরী'র ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫২২ পৃষ্ঠা, তফসিরে এবনে জরির, ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪৪ পৃষ্ঠা এবং ফতহোল বারির ত্রয়োদশ খণ্ড ১৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তাহার পনর মিনিট সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় উল্লিখিত কেতাবগুলি পাঠ করিতে সময় না

পাইয়া স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন।

মৌঃ বাবার আলী সাহেব উঠিয়া বলিলেন, সাহাবাগণের সময় এই সমস্ত কেয়াসি মত প্রকাশিত হয় নাই, তাহা হইলে কি তাহাদের দীন সম্পূর্ণ ছিল না? আরও এমামগণের অনেক মসলা হাদিসের খেলাফ আছে, তাঁহাদের মজহাব মান্য করিলে হাদিসের কেলাফ করা হইবে।

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব তদুত্তরে বলিতে লাগিলেন, হাদিশ শরিফে আছে, কোরাণ সপ্ত কেরাতে (অক্ষরে) নাজিল করা হইয়াছে, প্রত্যেক অক্ষরের দুই প্রকার স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মর্ম্ম আছে।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কোরাণ শরিফের যেরূপ সাত প্রকার স্পষ্ট মর্ম্ম আছে, সেইরূপ সাত প্রকার অস্পষ্ট মর্ম্মও আছে, এমামগণ কেয়াস করিয়া উপরোক্ত অস্পষ্ট মর্ম্মগুলিকে প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব কেয়াসি মসলাগুলিও কোরাণ শরিফের একাংশ। কোরাণ শরিফ যে দিবস অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই দিবস হইতেই উক্ত অস্পষ্ট মর্ম্মগুলি উহাতে নিহিত ছিল। হজরত নবি করিম (সাঃ) উহার কতকাংশ প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহ ও রসুল উহার অস্পষ্টাংশ প্রকাশ করিতে বিদ্বানগণকে হুকুম করিয়াছেন। সাহাবাগণ আবশ্যক মতে কতকাংশ প্রকাশ করিয়াছেন, সাহাবাগণ কেয়াস করিয়া হজরত আবুবকর (রাঃ) কে খলিফা মনোনীত করিয়াছিলেন, হজরত আবুবকর (রাঃ) নিজ কেয়াসে জাকাত অমান্যকারীদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। হজরত ওমারের (রাঃ) কেয়াসে কোরাণ শরিফ একত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। হজরত ওমার (রাঃ) নিজ কেয়াসে মদ্যপায়ীর পক্ষে ৮০ বেত মারার ব্যবস্থা ও ত্রিশ রাত্রে তারাবীহ্ পাঠের নিয়ম প্রচলন করেন। হজরত ওসমান (রাঃ) জোমার দ্বিতীয় আজান দেওয়ার প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেয়াসকে শরিয়তের দলীল জানিতেন, এইরূপ তাবিয়ি ও তাবা-তাবিয়িগণ আবশ্যকমতে কেয়াস করিয়াছিলেন, তাহারা

কেয়াসকে শরিয়তের দলীল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই তাহাদের পক্ষে শরিয়ত সম্পূর্ণ ছিল, আর যাহারা কেয়াস ও কেয়াসি মসলাগুলি অমান্য করেন তাহাদের পক্ষে ইসলাম অসম্পূর্ণ থাকিবে। খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফের সুরা হাসরে কেয়াস করিতে আদেশ করিয়াছেন।

তফসিরে আবু ছউদ ৮ম খণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠা, তফসিরে কবির ৮ম খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠা, তফসিরে বয়জবি ৫ম খণ্ড ১২৫ পৃষ্ঠা, তফসিরে মাদারেক ২য় খণ্ড ৪১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, উক্ত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, কেয়াস শরিয়তের একটি দলীল।

কোরাণ শরিফের সুরা নেসার আয়তের ব্যাখ্যায় তফসিরে কবিরের ৩য় খণ্ডে ২৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, কতকগুলি মসলার ব্যবস্থা কেয়াসদ্বারা অবগত হওয়া যায়, কেয়াস একটি দলীল, সাধারণ লোকের প্রতি (উক্ত) মসলাগুলিতে (কেয়াসকারী) বিদ্বানগণের মতাবলম্বন করা ওয়াজেব, (হজরত) নবি (সাঃ) কেয়াসি ব্যবস্থা বিধান করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

এইরূপ তফসিরে খাজেন ১ম খণ্ড ৪০৭ পৃষ্ঠা, তফসিরে আবু ছউদ ৩য় খণ্ড ৩১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। মেশকাতের ৩৫ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত বলিয়াছেন এলম তিন প্রকার, (প্রথম কোরাণ শরিফের) আয়ত যাহা মনসুখ নহে বা যাহার একই প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকার অর্থহইতে পারে না, (দ্বিতীয়) সহিহ হাদিস, (তৃতীয়) কেয়াস যাহা কোরাণ হাদিসের তুল্য গ্রহণ করা ওয়াজেব। মেরকাত ১ম খণ্ড ১৪৪।১৪৫ পৃষ্ঠা, মাজমায়োল বেহার তৃতীয় খণ্ড ৬৯ পৃষ্ঠা ও আশেয়াতোল-লামায়াত ১ম খণ্ড ১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মেশকাত শরিফের ৩২৪ পৃষ্ঠায় এই হাদিসটি আছে, জনাব নবি করিম (সাঃ) যে সময় মোয়াজকে ইমন দেশাভিমুখে পাঠাইয়াছিলেন সেই সময় বলিয়াছিলেন, যে সময় তোমার নিকট কোন বিচার উপস্থিত

হইবে, সে সময় তুমি কিরূপে হুকুম করিবে? তদুত্তরে মোয়াজ বলিলেন, খোদার কোরাণ অনুযায়ী হুকুম করিব। হজরত বলিলেন, যদি তুমি (উক্ত ব্যবস্থা) কোরাণ শরিফে না পাও, (তবে কিরূপে হুকুম করিবে?) তিনি বলিলেন (হজরত) রসুলে খোদার (সাঃ) হাদিসানুযায়ী হুকুম করিব।

হজরত বলিলেন, যদি তুমি রসুলে খোদা (সাঃ) এর হাদিছে না পাও, (তবে তুমি কিরূপে হুকুম করিবে?) তদুত্তরে তিনি বলিলেন, নিজ জ্ঞানে কেয়াস করিব এবং (উহাতে) ত্রুটি করিব না। অনন্তর হজরত নবী করিম (সাঃ) তাঁহার বক্ষস্থলে হস্ত রাখিয়া বলিলেন যে, যে খোদাতায়ালা আমার মনোনীত মত আমার প্রেরিত সাহাবার অন্তঃকরণে নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার সম্যক প্রশংসা করিতেছি। মজহাব বিদ্বেষী দলের নেতা নবাব ছিদ্দিক হাসান সাহেব তফসিরে নয়নোল মারামের ১৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হজরত মোয়াজের হাদিসটি দলীল হওয়ার যোগ্য।

সহিহ নাসায়ী দ্বিতীয় খণ্ড ৩০৫ পৃষ্ঠা, হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তুমি কোরাণ দ্বারা ব্যবস্থা বিধান কর, কোরাণে না পাইলে হাদিছ দ্বারা, যদি হাদিসে না পাও, তবে যাহা সাধু সম্প্রদায় বিচার করিয়াছেন তদনুযায়ী ফৎওয়া প্রদান কর, উহাতে দুষ্প্রাপ্য হইলে, কেয়াস করিয়া ব্যবস্থা প্রকাশ কর।

উপরোক্ত প্রমাণ সমুহে প্রমাণিত হইল যে, কোরাণ, হাদিস ও সাহাবাগণের মত হইতে কেয়াস শরিয়তের দলীল হওয়া ও কেয়াসি মসলা মান্য করা ওয়াজেব হওয়া এবং উহা এসলামের এক অংশ হওয়া প্রমাণিত হইল, যাহারা উহা অমান্য করেন, তাহারা কোরাণ ও হাদিস অমান্য করিল এবং তাহাদের ইসলাম অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল, এইরূপ অসম্পূর্ণ মতধারী লোক কিরূপে সত্য পথের পথিক হইবে!

আরও বলি, হাদিস কাহাকে বলে? হাদিস কয় প্রকার?

সহি হাদিসের শর্ত্ত কি কি ? ছয় খণ্ড কেতাবকে সহিহ্ কেন বলা হইবে? মোহাদ্দেসগণ কেয়াসি মতে হাদিস বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মতগুলির প্রমাণ কোরাণ ও হাদিসে নাই, তাহাদের মতগুলি অকাট্য সত্য কিরূপে হইবে? এমাম বোখারী যাহাকে যোগ্য বলিয়াছেন, এমাম মোসলেম তাঁহাকে অযোগ্য বলিয়াছেন। এমাম মোসলেম যাহাকে অপরিচিত বলিয়াছেন, এমাম আবু দাউদ তাঁহাকে পরিচিত বলিয়াছেন। আবার তিনি যাহাকে স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন বলিয়াছেন এমাম নাসায়ী তাহাকে স্মৃতিশক্তিহীন বলিয়াছেন। তিনি যাহাকে অবিশ্বাসী বলিয়াছেন, এবনে মাজা তাঁহাকে বিশ্বাভাজন বলিয়াছেন, আবার সেহাহ লেখকগণ যাহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন, এমাম মালেক (রঃ) এহইয়া মঈন, ছঈদ কাত্তান, দারকুৎনী, আহমদ, শাফেয়ী ও আবু হাতেম তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়াছেন। একজন যে হাদিসটী সহিহ বলিয়াছেন, অপরে তাহা হাসান বা জইফ বলিয়াছেন। একজন যে হাদিস "মোত্তাছেল" বলিয়াছেন, অপরে তাহা "মোরছাল", "মোনকাতা" বলিয়াছেন। একজন যাহা মরফু বলিয়াছেন, অপরে তাহা মওকুফ বলিয়াছেন। উপরোক্ত এমামগণ যেরূপ কেয়াসি মত প্রকাশ করিয়াছেন, কোরাণ ও হাদিছে উপরোক্ত মত নাই এবং সাহাবাগণও ঐরূপ মত প্রকাশ করেন নাই। এক্ষণে আমার প্রশ্ন এই যে, উপরোক্ত মতগুলি শরিয়তের পূর্ণকারী একাংশ হইবে কি না? উহা মান্য করা সাধারণ লোকের পক্ষে ওয়াজেব হইবে কি না? যদি উহা মান্য করা ফরজ ওয়াজেব হয় ও ইসলামের পূর্ণকারী একাংশ হয়, তবে সাহাবাগণ উহা মান্য করেন নাই কেন? তাঁহাদেরইসলাম কি পূর্ণ ছিল না? এই প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদীগণ যাহা বলিবে, আমরাও এমামগণের কেয়াসি মসলা সমূহ্য মান্য করা ও ওয়াজেব হওয়া সম্বন্ধে তাহাই বলিব। আর যদি ইহা মান্য করা শরিয়তের একাংশ না হয় ও মান্য করা ওয়াজেব না হয়, তবে

সমস্ত হাদিস গ্রন্থ বাতীল হইয়া যাইবে এবং এসলাম ধর্ম্ম ছারেখারে যাইবে। আশা করি, মৌঃ বাবর আলী ও এফাজদ্দিননের যদি সাধ্য থাকে, তবে এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া অন্য কথা বলিবেন।

মৌঃ বাবর আলীর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, চারি এমাম কোরাণ হাদিসানুযায়ী ফৎওয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মজহাবে হাদিসের খেলাফ কথা আছে, এরূপ দাবী করা বাতীল। জগতের বিদ্বানগণ তাহাদের চারি মজহাবের সত্য হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন, এক্ষেত্রে এত অধিক সংখ্যক বিদ্বানের বিরুদ্ধে তাহার দাবী কিরূপে গ্রাহ্য হইবে?

এমাম নাবাবী মোকদ্দমার ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমাম বোখারী ৪৩০ জন রাবির হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোস্‌লেম তাঁহাদের হাদিস্‌গুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে এমাম মোস্‌লেম ৬২৫ জন রাবির হাদিস্ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারী তাঁহাদের হাদিসগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ফৎহোল মগিছে আছে, অমুক হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এইরূপ ছনদকে আ'নয়ানা বলে এবং এইরূপ ছনদের হাদিসকে মোয়ানয়ান বলে। যদি এক সময়ে দুইটি লোক উপরোক্ত ভাবে এক অন্য হইতে হাদিস বর্ণনা করেন, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ পাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ না থাকে, তবে এমাম বোখারী ও আলি মদিনীর মতে উহা সহিহ হাদিস হইবে না, পক্ষান্তরে এমাম মোস্‌লেম ও বহু সংখ্যক বিদ্বানের মতে সহিহ্ হাদিস হইবে।

তজনিব গ্রন্থে আছে, এমাম মোহাই বলিয়াছেন, এমাম বোখারী উপরোক্ত শর্ত্তের জন্য বহু সংখ্যক সহিহ হাদিস্ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ফৎহোল মগিছের ৯৮ পৃষ্ঠায় আছে, হাদিছের গুপ্ত দোষ অবগত হওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার, এমাম আলি মদিনী, আহমদ, বোখারী ইয়াকুব, আবুহাতেম, আবু জোরয়া ও দাঁরকুৎনী প্রভৃতি বিচক্ষণ পণ্ডিত মণ্ডলী ইহা অবগত হইয়াছেন। (এমাম) এবনে মেহদী বলিয়াছেন যে,

আমরা হাদিসের সূক্ষ্ম তত্ত্ব এল্হাম কত্তৃক পাইয়াছি, যদি তোমরা এই গুপ্ত তত্ত্বের প্রমাণ চাও, তবে আমরা উহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। (এমাম) আবু হাতেম ও আবু জোরয়া একটি হাদিসকে সহিহ, বাতীল বা জইফ বলিবে, লোকে ইহার দলীল জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতেন যে, আমরা ইহার প্রমাণ পেশ করিতে অক্ষম, তবে অন্যান্য বিদ্বানকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাদের মতের সহিত অমাদের মতের ঐক্য হইলে, উহা সত্য জান।

উপরোক্ত প্রমাণ সমুহে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, মোহাদ্দেছগণ নিজ নিজ কেয়াসি শর্ত্তানুসারে বহু সহস্র হাদিস রদ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাদের মজহাব বাতীল হইবে কি না? তাঁহারা হাদিসের খেলাফ করিয়াছেন কি না? চারি এমাম গুপ্ত দোষের জন্য কতকগুলি হাদিস পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের মজহাব পরিত্যক্ত হইবে কেন? গুপ্ত দোষের জন্য কতকগুলি হাদিস পত্যিাগ করায় কিরূপে তাঁহারা হাদিসের খেলাফ করিলেন? হাদিস বিচারক ও মোহাদ্দেছগণ গুপ্ত দোষ হেতু সহস্র সহস্র হাদিস পরিত্যাগ করায় তাঁহারা কি হাদিছের খেলাফ করিলেন? এ ক্ষেত্রে চারি এমামের মজহাবধারিগণ কেন দোষী হইবেন?

এই সময়ে স্থানীয় মজহাব বিদ্বেষী দলের জমিদার কুলোদা বাবু সভায় উপস্থিত হইলেন। মৌঃ বাবর আ্লী তখন দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত বাবুকে সভার সভাপতি ও শালিশ নির্ব্বাচন করার প্রার্থনা করেন, কিন্তু স্থানীয় হানাফী আলেম মাওলানা সেরাজদ্দিন সাহেব বলিলেন যে, কুলোদা বাবুকে সভাপতি করা যাইতে পারে, কিন্তু তিনি শালিশ হইতে পারেন না। মৌঃ বাবর আলী সাহেব বলিলেন, কেন তিনি শালিশ হইতে পারিবেন না? তদুত্তরে মাওলানা সেরাজদ্দিন সাহেব বলিলেন, এই আরবী গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ করিতে ও বুঝিতে যিনি সক্ষম হবেন, তিনিই এই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সভায় শালিশ হইতে পারেন, কেননা যিনি আরবী

বুঝিতে অক্ষম, তিনি উভয় পক্ষের সত্যাসত্য কিরূপে বুঝিতে পারিবেন?

মৌঃ বাবরআলী সাহেব বলিলেন, তিনি যাহাই বলিবেন, তাহাই আমরা মান্য করিয়া লইব। মাওলানা রুহল আমিন সাহেব ইহা শ্রবণে সিংহ বিক্রমে প্রশ্ন করিলেন, যদি তিনি বিপরীত বুঝিয়া কিছু বলেন, তাহাই কি আপনারা মান্য করিবেন?

মৌঃ বাবর আলী বলিলেন, হ্যাঁ তিনি যাহাই বলিবেন, তাহাই মান্য করিব। মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন যে, তিনি বিপরীত বুঝিয়া ভ্রান্তমূলক কিছু বলিলে, আপনারা মান্য করিতে পারেন, কিন্তু আমরা মান্য করিতে পারি না। তখন কুলোদা বাবু উটিয়া বলিলেন যে, যদি আমি এই আরবী গ্রন্থগুলি পড়িতে বা বুঝিতে পারিতাম, তবে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি ইহা পড়িতে বা বুঝিতে পারি না, কাজেই আমার নিরপেক্ষভাবে শালিশ হওয়া সম্ভবপর নহে।

তখন মাওলানা সেরাজদ্দিন সাহেব বলিলেন যে, আপনি সভাপতি হইতে পারেন, কিন্তু আমাদেরধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটি কথাও বলিতে পারিবেন না। কুলোদা বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন। মগরেবের নামাজের সময় উপস্থিত হওয়ায় হানাফিরা বিরাট জামায়াতের সহিত নামাজ আদায় করিলেন, মুষ্টিমেয় নগণ্য মজহাব বিদ্বেষিরা হানাফিদের জামায়াতে না মিশিয়া নিজের কাঠগড়ার ভিতরে পৃথক জামায়াত করিয়া নামাজ পাঠ করিল, কিন্তু আমিন উচ্চস্বরে পাঠ করে নাই।

নামাজ বাদে মৌঃ বাবর আলী মাওলানা সাহেবের প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে একটি কথাও মুখাগ্রে না আনিয়া আবল তাবল ভাবে নূতন কথা বলিতে থাকায় সভ্যমণ্ডলীর মধ্য হইতে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, আমরা প্রশ্নের উত্তর শুনিতে চাই, মাওলানা রুহল আমিন সাহেব যেমন

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর অকাট্য দলীল সহ দিয়াছেন, তদ্রুপ উত্তর দাও, আবল তাবল বকিলে শুনিব না। কেহ কেহ বলিয়া উঠিতে লাগিলেন তোমাদের কের্দ্দানী বুঝিয়া গিয়াছে। সকলেই বুঝিলেন যে, মৌঃ বাবর আলী কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছেন না এবং মাওলানা রুহল আমিন সাহেব তাহাদের প্রত্যেক প্রশ্নের বা উপস্থাপিত দলীলের খণ্ডন করিয়া অকাট্য দলীলে প্রমাণ করিয়া দিতেছেন যে, কেয়াস শরিয়তের একটি দলীল কোরাণ হাদিস ও সাহাবাগণের মতে কেয়াস মান্য করা ওয়াজেব, সমস্ত সুন্নত জামায়াত এই কেয়াসি ব্যবস্থা মান্য করিয়া চলিতেছেন, সেহাহ সেত্তা ইত্যাদি গ্রন্থ কেয়াসি মতের উপর সংস্থাপিত। কেয়াস অমান্য করিলে শরিয়তের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং বেদয়াতী ও গোমরাহ দলই শরিয়তের চতুর্থদলীল কেয়াস অমান্য করিয়া থাকে। সভাস্থ লোকের বিদ্রুপ বাণে জর্জরিত হইয়া মৌঃ বাবর আলী কম্পিত কণ্ঠে গলদ ঘর্ম্মাবস্থায় ফেকার হাদিসটী কয়েক স্থলে ভ্রম করিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যে, উম্মতে মোহাম্মদী ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হইবে, এক ফেরকা বেহেশতী হইবে, চারি মজহাব চারি প্রকার ভিন্ন মত ধরার জন্য জাহান্নামী হইবে। তৎপরে তিনি সুরা আনয়ামের আয়ত দুইটি পাঠ করিয়া বলিলেন যে, খোদাতায়ালা এক পথ ধারণ করিতে বলিয়াছেন, যাহারা ধর্ম্মকে ভাগ ভাগ করিয়া লইয়াছে এবং দল দল হইয়াছে, তাহারা ইসলামের মধ্যে গণ্য নহেন, বরং জাহান্নামী হইবে। চারি মজহাবাবলম্বীগণ চারি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মত ধরিয়া জাহান্নামী হইলেন এবং তাহারা ইসলামধারীগণের অন্তর্গত হইতে পারেন না।

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব উটিয়া বজ্র নিনাদে বলিলেন যে, মৌঃ বাবর আলী নিজের শর্ত্তানুযায়ী ঐরূপ হাদিস পেশ করিতে পারেন না, যাহা হজরতের দুই তিন শতবৎসর পরে লিখিত হইয়াছে, উনি ঐ যে ফেরকার হাদিসটী পাঠ করিলেন উহাও হজরত (সাঃ) এর দুই তিন

শতবৎসর পরে লিখিত ও কেয়াসি মতের উপর সংস্থাপিত। এই হাদিসটির কোন শব্দের অর্থ চারি মজহাব এবং চারি মজহাব জাহান্নামী তাহা শীঘ্র দেখাইয়া দিন? নতুবা নিজের ধোকাবাজীর জন্য তওবা করুন। প্রিয় সভ্যমণ্ডলী, ফরুয়াত মসলার ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিলে, কিছুতেই জাহান্নামী হইতে হয় না এবং ইসলাম হইতে খারিজ হইতে হয় না, বরং যাহারা এইরূপ ধারণা করেন তাহারাই জাহান্নামী, কেননা হজরত নবি করিম (সাঃ) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কার্য্য করিয়াছেন ও করিতে বলিয়াছেন, তিনি একরূপ করিয়াছেন তদ্বিপরীতে অন্যরূপ বলিয়াছেন। সাহাবাগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ বা কার্য্য করিয়াছেন। তাবিয়িগণ বা তাবা-তাবিয়িগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ বা কার্য্য করিয়াছেন। এমাম বোখারী প্রভৃতি সেহাহ্ লেখকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ধরিয়াছেন। মজহাব বিদ্বেষী মোহাম্মদী দল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত ধারণ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি সহিহ্ বোখারী খুলিয়া সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করার ও হজরত রসুলে খোদার উহা সমর্থন করার সম্বন্ধে একটি হাদিস পাঠ করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে হজরত নবি করিম খোন্দক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া (সাহাবাগণকে) বলিয়াছিলেন, কেহ যেন বেনি কোরায়জা ব্যতীত (অন্য স্থানে আছরের নামাজ পাঠ না করে, কতক সংখ্যক সাহাবা পতিমধ্যে আছরের ওয়াক্ত হওয়ায় নামাজ পড়িয়া লইলেন এবং বলিলেন, হজরতের কথার মর্ম্ম ইহা নহে যে, পথিমধ্যে নামাজ পড়িও না, আর কতকগুলি সাহাবা পথিমধ্যে নামাজ পড়িলেন না। তৎপরে নবী করিম (সাঃ) কে ইহা জানান হইলে, তিনি তাহাদের কাহাকেও ভৎর্সনা করিলেন না এবং উভয় প্রকার কার্য্য সমর্থন করিলেন। এই হাদিসে সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করার ও উক্ত ভিন্ন ভিন্নকার্য ও হজরত কর্ত্তৃক সমর্থিত হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ হইল।

দ্বিতীয় প্রমাণ সহিহ বোখারী ও মোসলেমে আছে, (জনাব) নবী

করিম (সাঃ) খয়বরবাসী ইহুদীগণকে ভাগের ভুমি কর্ষণ করিতে দিয়াছিলেন, তদ্বিপরীতে সহিহ্ মোসলেমে আছে, (জনাব) নবী করিম (সঃ) ভাগের ভুমি কর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় প্রমাণ— সহিহ্ বোখারী ও মোসলেমে আছে যে, নবী করিম (সাঃ) হাজ্জামের বেতন দিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে সহিহ্ মোসলেমে আছে, (জনাব) নবি করিম (সাঃ) হাজ্জামের বেতনকে হারাম বলিয়াছেন।

৪র্থ প্রমাণ, সহিহ্ বোখারীতে আছে নবী করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, যদি কেহ রমজান মাসে কোন লোকের স্কন্ধদেশ হইতে রক্ত মোক্ষণ করে, তবে উভয়ের রোজা ভঙ্গ হইবে, পক্ষান্তরে সহিহ বোখারী ও মোসলেমে আছে, (হজরত) নবী করিম (সাঃ) রমজান মাসে স্বীয় স্কন্ধদেশ হইতে রক্ত মোক্ষণ করাইয়াছিলেন।

৫ম প্রমাণ, সহিহ্ বোখারী ও মোসলেমে আছে, অশুচি (নাপাক) অবস্থায় ফজর হইলে রোজা হইবে না, পক্ষান্তরে সহিহ্ বোখারী ও মোসলেমে আছে, নাপাকি (অশুচি) অবস্থায় ফজর হইলে (হজরত) নবী করিম (সাঃ) গোছল করিয়া রোজা করিতেন।

৬ষ্ঠ প্রমাণ, —কোরাণ শরিফে দ্ব্যর্থ বাচক বহু শব্দ আছে, সাহাবাগণ কেয়াস করিয়া এক এক প্রকার অর্থ মনোনীত করিয়াছেন যথা—তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের এদ্দত সম্বন্ধে কোরাণ শরিফে ৩ করু আছে, উহার অর্থ তিন ঋতু কিংবা তিন তোহর হইতে পারে, দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়কে তোহর বলে। হজরত আবুবকর, ওসমান আলি, এবনে মসউদ, এবনে আব্বাছ, ওবাই বেনে কায়াব, মোয়াজ, আবুদ্দারদা ও আবু মুসা (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবাগণ উহার অর্থ তিন ঋতু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু হজরত আএশা, এবনে ওমার ও জাবের (রাঃ) উহার অর্থ তিন তোহর বলিয়াছেন, এমাম আবু হানিফা ও আহমদ প্রথমোক্ত

মত ধরিয়াছেন এবং এমাম মালেক ও শাফিয়ি শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন।

৭ম প্রমাণ—সহিহ বোখারীর ৪র্থ খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, এই আয়াত মনসুখ হয় নাই, পক্ষান্তরে হজরত এবনে ওমার ও সালমা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, উহা মনসুখ হইয়াছে।

৮ম প্রমাণ, সহিহ বোখারির ৩য় খণ্ডে ৬৬ ও ১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত এমরান ও হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, মোতা নিকাহ মনসুখ হয় নাই, পক্ষান্তরে হজরত ওমার ও হজরত আলি (রাঃ) উহা মনসুখ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

৯ম প্রমাণ—সহিহ বোখারীর প্রথম খণ্ডে ১৯৪ পৃষ্ঠায় ও সহিহ মোসলেমের ১ম খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত এবনে আব্বাছ ও আএশা (রাঃ) নবি করিমের (সাঃ) হজ্জকালে 'আবতাহা' নামক স্থানে বিশ্রাম করাকে মোবাহ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, পক্ষান্তরে হজরত এবনো ওমার (রাঃ) উহা সুন্নত বলিয়াছেন। এমাম শাফিয়ি প্রথমোক্ত মত ও এমাম আবু হানিফা (রাঃ) শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন।

১০ম প্রমাণ—সহিহ্ মোসলেমের ৪৮৪ পৃষ্ঠায় আছে, ফাতেমা বেন্‌তে কয়েস বলিয়াছেন, হজরত নবি করিম (সাঃ) তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের পক্ষে এদ্দত অবধি স্বামীর বাটী থাকিবার ও খোরাক পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন নাই. সহিহ তেরমজির ১৪১ পৃষ্ঠা ও সহিহ বোখারীর ৩য় খণ্ড ১৭৫ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত ওমার ও আএশা (রাঃ) উক্ত স্ত্রী লোকের কথায় বিস্বাস না করিয়া তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের পক্ষে এদ্দত অবধি বাসস্থান ও খোরাকের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন।

সহিহ মোছলেমের টীকার ৪৮ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) উক্ত স্ত্রী লোকর কথার উপর বিশ্বাস করিয়া তিন তালাক

প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের পক্ষে বাসস্থান ও খোরাকের ব্যবস্থা দেন নাই। এমাম আবু হানিফা (রঃ) হজরত ওমার ও আয়েশার (রাঃ) মত গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম আহমদ হজরত এবনে আব্বাছের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

১১শ প্রমাণ—সহিহ বোখারী ও মোসলেমে আছে, হজরত নবী করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, কাবা শরিফকে সম্মুখ বা পশ্চাৎ করিয়া মলত্যাগ করিও না, আবার (হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি হজরত নবি করিমকে (ছাঃ) কাবা শরিফকে পশ্চাৎ করিয়া মলত্যাগ করিতে দর্শন করিয়াছি।

সহি মোসলেমের টীকার ১৩০ পৃষ্ঠায় আছে হজরত আব্বাস ও এবনে ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, খোলা ময়দানে কাবা শরিফের দিকে পশ্চাৎ অথবা সম্মুখ করিয়া মল-মূত্র ত্যাগ জায়েজ নহে, কিন্তু বাঁধা পায়খানায় উহা জায়েজ হইবে। পক্ষান্তরে (হজরত) আবু হোরায়রা, সালমান ও আবু আইউব বলেন, খোলা ময়দান অথবা বাঁধা পায়খানায় উহা কিছুতেই জায়েজ হইবে না। এমাম মালেক ও শাফেয়ী প্রথমোক্ত মত ও এমান আবু হানিফা (রঃ) ও আহমদ শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন।

১২শ প্রমাণ, সহিহ বোখারী ৩য় খন্ডে ১৭১ পৃষ্ঠায় এবং আবু দাউদ ও এবনে মাজা ২৪১ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, যে মৎস্য নদীতে মরিয়া ভাসিতে থাকে, উহা হালাল, পক্ষান্তরে হজরত এবনে আব্বাস ও জাবের উহা হারাম বলিয়াছেন।

এমাম মালেক ও শাফেয়ী প্রথমোক্ত মত ও আবু হানিফা ও আহমদ (রঃ) শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন।

মূল কথা এই যে, কোরাণ শরিফে স্থল বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, হাদিস শরিফে বহু স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত আছে, হজরত বহু স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন। সাহাবাগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার

মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই হেতু চারি এমাম কতিপয় স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত ধরিয়াছেন, কাজেই তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কোরাণ, হাদিস ও সাহাবাগণের মতানুসরণ করিয়াছেন। হাদিস শরিফে যে এক ফেরকার বেহেশতী হইবার কথা আছে,—তাঁহারা হজরতের ও সাহাবাগণের অনুসরণকারী দল। এ সূত্রে চারি এমাম ও তাঁহাদের অনুসরণকারি- গণই উক্ত ফেরকা হইলেন।

মৌঃ বাবর আলীর ন্যায় হাদিসের ভ্রমপূর্ণ অর্থ পাঠ করিয়া ধোকা জাল বিস্তার ও জুয়াচুরি করা প্রকৃত বিদ্বানের কার্য্য নহে।

প্রিয় শ্রোতৃবৃন্দ! যে হাদিসটীর অর্থ জাল করিয়া মজহাবয়াধারি- গণকে জাহান্নামী বানাইয়া মৌঃ বাবর আলী সাহেব স্বীয় নীচ প্রবৃত্রি পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন, তাহার প্রকৃত অর্থও শুনুন—

মেরকাত প্রথম খণ্ড ২০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, নিশ্চয়ই সুন্নত জামায়াত ফেরকা উক্ত বেহেশ্‌তী ফেরকা, তাঁহারাই হজরত ও সাহাবাগণের, সুন্নতের অনুসরণ করিয়াছেন, এই ফেরকার নিরূপণ এজমার উপর নির্ভর করে, যে কথার উপর বিদ্বানগণের এজমা হইয়াছে, তাহাই সত্য, অবশিষ্ট বাতীল।

প্রিয় শ্রোতৃবৃন্দ! আরও শুনুন, মৌঃ বাবর আলী ও এফাজদ্দিন সাহেবদ্বয় যে ছয়জন হাদিস তত্ত্ববিদ পণ্ডিতের মত অহির তুল্য জ্ঞান করেন, তাঁহারাও বহুস্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন, যথা-তজনিব গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, রাবিগণের চারি শ্রেণী ছিল, (এমাম) বোখারী প্রথম শ্রেণীর হাদিস সহিহ ও মোসলেম দ্বিতীয় শ্রেণীর, আবু দাউদ, নাসায়ী তৃতীয় শ্রেণীর ও তেরমেজি চতুর্থ শ্রেণীর হাদিসগুলিকে সহিহ স্থির করিয়াছেন।

এমাম নাবাবী মোকদ্দমার ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, আবুজ জোবাএর সোহাএল, আলা ও হাম্মাদের হাদিসগুলিকে এমাম মোসলেম

সহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারী জইফ বলিয়াছেন। এইরূপ একরামা, ইসহাক্ ও আমর প্রভৃতির হাদিসগুলিকে এমাম বোখারী সহিহ্ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোসলেম জইফ বলিয়াছেন।

(এমাম) হাকেম বলিয়াছেন, ৪৩৪ জন রাবির হাদিস (এমাম) বোখারীর মতে সহিহ্, কিন্তু (এমাম) মোসলেমের মতে জইফ। আরও ৬২৫ জন রাবির হাদিস (এমাম) মোসলেমের মতে সহিহ, কিন্তু (এমাম) বোখারীর মতে জইফ।

হাশিয়ায় শেখ আজহুরির ১৮ পৃষ্ঠায় আছে, বিদ্বানগণ সহিহ বোখারীর ৮০জন রাবিকে ও সহিহ্ মোস্লেমের ১৬০ জন রাবিকে জইফ বলিয়াছেন। সহিহ বোখারীর প্রায় ৮০টি হাদিছ ও সহিহ মোস্লেমের প্রায় ১৩০টি হাদিসের উপর দোষারোপ করিয়াছেন।

সহিহ্ মোস্লেমের দ্বিতীয় খণ্ড ১৬৩ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত সুরা হইতে সিরকা প্রস্তুত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সহিহ বোখারীর তৃতীয় খণ্ড ১৯১ পৃষ্ঠায় আছে, সুরা হইতে সিরকা প্রস্তুত করা হালাল।

সহিহ তেরমেজির ১৬ পৃষ্ঠায় আছে যে, স্ত্রী সঙ্গম কালে বীর্য্যপাত না হইলেও গোছল ফরজ হইবে।

সহিহ বোখারীর ১ম খণ্ড ৪০ পৃষ্ঠায় আছে, উক্ত অবস্থায় গোছল ফরজ হইবে না।

সহিহ নেসায়ীর ৩৪৩ পৃষ্ঠায় ও সহিহ আবু দাউদের ২১৯ পৃষ্ঠায় গহণার জাকাত ওয়াজেব হওয়ায় কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু সহিহ তেরমেজির ৮১ পৃষ্ঠায় আছে যে, গহণার জাকাত সম্বন্ধে কোন সহিহ হাদিস নাই।

সহিহ তেরমিজির ২১ পৃষ্ঠায় আছে, নাপাকি অবস্থায় কোরাণ পাঠ জায়েজ নহে। সহিহ বোখারীর প্রথম খণ্ডে ৪২ পৃষ্ঠায় নাপাকি অবস্থায় কোরাণ পাঠ জায়েজ বুঝা যায়।

আবু দাউদ, ২য় খণ্ড ৩৯০ পৃষ্ঠা ও —নেসায়ী ২য় খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠায় আছে, বেঙ হালাল নহে। সহিহ বোখারীর ৩য় খণ্ড ১৯১ পৃষ্ঠায় উহা হালাল লিখিত আছে।

সহিহ মোস্‌লেমের ৪৭৮ পৃষ্ঠায় আছে, —আপন স্ত্রীকে হারাম বলিলে, তালাক হইবে না, বরং কাফ্‌ফারা ওয়াজেব হইবে, সহিহ বোখ্‌রীর ৩য় খণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠায় উহাতে তালাক হইবে লেখা আছে।

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, সেহাহ লেখক এমামগণ বহু স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন।

উপস্থিত সভ্যগণ! আরও শুনুন, মজহাব বিদ্বেষী মৌলবীদল বহু স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধরিয়াছেন, মোহাম্মদী মৌলবী আব্বাস আলি সাহেব কোরাণ শরিফের বঙ্গানুবাদ টীকায় ১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, যে কথার উপর উম্মতের এজমা হইয়াছে, তাহাতেই আল্লার সম্মতি আছে এবং বিরোধী হইলে দোজখি হইবে।

আরও তিনি বরকোল মোয়াহেদিনের ৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, যে সমস্ত মসলসায় এজমা হইয়াছে, কিন্তু কোরাণ ও হাদিসে উহার প্রমাণ নাই, উহা মান্য করা জায়েজ নহে।

উক্ত দলভুক্ত মৌঃ সুলতান আহমদ তজকিরোল এখওয়ানের ১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কেবল সাহাবাগণের এজমা মান্য করিতে হইবে।

তাহাদের মৌঃ এলাহি বখ্‌শ দোররায়ে মোহাম্মদীর ৮।১২।১৩ এবং ২০।৫১ পৃষ্ঠায় ও মৌঃ রহিমদ্দিন রদ্দোৎ তকলিদের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, শরিয়তের কেবল দুইটি দলীল কোরাণ ও হাদিস। মৌঃ সুলতান আহমদ তজকিরোল এখওয়ানের ১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, শরিয়তের তিনটি দলীল, কোরাণ হাদিস ও উম্মতের এজমা। আবার ১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন শরিয়তের, চারিটী দলীল, কোরাণ, হাদিস,

এজমাও এমামগণের সহিহ কেয়াস।

মৌঃ সিদ্দীক হাছান এহতেওয়ার ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন কোরাণ, হাদিস, এজমা ও কেয়াস শরিয়তের দলীল।

মৌঃ এলাহি বখ্‌শ দোররায়ে মোহাম্মাদীর ২৬।২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কেয়াস করা ও মান্য করা হারাম ও ইবলিছের কর্ম্ম, কেয়াসকারী জাহান্নামী।

মৌঃ সুলতান আহমদ তজকিরোল এখওয়ান গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমামগণ কেয়াস করিয়া সে মসলাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সুন্নতের মধ্যে গণ্য।

নবাব ছিদ্দীক হাছান তফসির ফতহোল বায়ানের ২য় খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কোরাণ শরিফের উক্ত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, কেয়াস করা জায়েজ, কতক মসলা কোরাণ ও হাদিসে পাওয়া যায় ও কতক মসলা কেয়াস দ্বারা প্রকাশ হয়।

তিনি মেসকোল খেতাম গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠায় ও মৌঃ ছইদ বানারছি হেদাএতেকুলুবে কাসিয়া'য় লিখিয়াছেন যে, স্ত্রী সঙ্গম কালে বীর্য্যপাত না হইলে গোছল ফরজ হইবে না, পক্ষান্তরে মৌঃ আব্বাছ আলী মাসায়েলে জুরুরিয়ার ১২ পৃষ্ঠায় ও মুনশী ফসিহদ্দিন তরিকায় মোস্তাফার ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বীর্য্যপাত হউক আর না হউক গোছল ফরজ হইবে।

মৌঃ আবাবাস আলী ১৩০২ সালে মুদ্রিত মাসায়েলে জুরুরিয়ার ১১ পৃষ্ঠা ও বরকোল মোয়াহেদিনের ৯৬ পৃষ্ঠা এবং মৌঃ মহিউদ্দিন ফেকহে মোহাম্মাদীতে লিখিয়াছেন যে, দাঁড়াইয়া প্রসাব করা জায়েজ। পক্ষান্তরে মৌঃ সিদ্দিক হাসান সাহেব রওজা নাদিয়ার ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন দাঁড়াইয়া প্রসাব করা মকরুহ কিম্বা হারাম।

প্রিয় শ্রোতৃবৃন্দ! মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি দল শত শত স্থলে ভিন্ন

ভিন্ন মত ধরিয়াছেন, তাহাদের দু'একটি মজহাব নয় বরং চারিটি করিয়া তিন দলে বারটি মজহাব আছে। প্রথম অংশে কেয়াস অমান্যকারী দাউদ, এবনে তায়মিয়া, এবনোল কাইউম ও এবনে হাজম দ্বারা চারিটি মজহাব ও মধ্যমাংশে কাজি শওকানি, নবাব সিদ্দিক হাসান, মৌঃ নজির হোসেন ও মৌঃ মহিউদ্দিন দ্বারা চারিটি মজহাব ও শেযাংশ মৌঃ আব্বাস আলী, মৌঃ ফসিহদ্দিন, রহিমুদ্দিন ও এলাহি বখশ দ্বারা চারিটি মজহাব প্রকাশ হইয়াছে। এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষীদল শরিয়তকে ভাগ ভাগ করিয়াও বহু মজহাব সৃষ্টি করিয়া নিজ দাবী ও শর্ত্তানুসারে গোমরাহ, জাহান্নামী ফেরকা ভুক্ত এবং ইবলিছের সঙ্গী হইবেন কি না?

প্রিয় শ্রোতৃবৃন্দ! যখন মোহাম্মদী মতধারীগণ বলিয়া থাকেন যে, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিলে ও মত ধরিলে জাহান্নামী ও ইসলাম হইতে খারিজ এবং ইবলিসের সঙ্গী হইতে হয় তখন তাহারা এই কুমত অনুযায়ী জনাব হজরত নবী করিম (সাঃ) এবং সাহাবা, তাবিয়িগণ, তাবা তাবিয়িগণকে, এমাম বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণকে জাহান্নামী ও ইসলাম হইতে খারিজ ও ইবলিছের সঙ্গী বলিয়া নিজেরা গোমরাহ, ভ্রান্ত, জাহান্নামী এবং ইবলিছের সঙ্গী হইলেন কি না?

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব পূর্ণ তেজের সহিত উল্লেখিত অকাট্য দলীল সমূহ দ্বারা মোহাম্মদিদের ধোকা জাল ছিন্ন করিয়া দিলেন, মৌঃ বাবর আলী ও এফাজদ্দিন সাহেবদ্বয় নির্ব্বাক নিরুত্তর অবস্থায় পরস্পরে চাহিয়া রহিলেন, তাহাদের মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল, এদিকে শ্রোতৃবৃন্দ তাহাদিগরে মাওলানা সাহেবের কথার উত্তর দিতে বার বার বলাতেও যখন তাহারা আর উঠিলেন না, তখন সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল থপ্ থপ্ কর তুমি ওরে কোল্লা ব্যাং কেবলি তোমার চারখানা ট্যাং। একজন শ্রোতা মোহাম্মদীদের বক্তৃতা

মঞ্চের পার্শ্বেই উটিয়া বলিল, ও এফাজদ্দিন তুমিই না বলিতে পার যে, মৌলবি রুহুল আমিন আমাদের সামনে আসিবে না, যদিও কোনরূপে আসে কথা বলিতে কিছুতেই পারিবে না। কৈ এখন দেখি তুমিই থোতা মুখ ভোতা করিয়া রহিলে, ধিক তোমাদেরজুয়াচুরি ফন্দিতে, আর হাজার ছি তোমার মিথ্যা বলিবার বিদ্যায়। ইত্যাদি নানারূপ বিদ্রুপ বাণ ও কথার লাথি ঝাটাতেও যখন তাহারা উঠিল না, তখন শ্রোতৃবৃন্দ জয় হানাফিদের জয় রবে দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া তুলিল। এই সময় কুলোদা বাবু মোহাম্মদীদের লজ্জা নিবারণ হেতু উঠিয়া তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া কিছু বলিতে চাহিলে, মাওলানা সেরাজ উদ্দিন সাহেব বলিলেন যে, আপনি নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া কি জন্য এক পক্ষ সমর্থন করিয়া পক্ষপাতীত্বের কার্য্য করিতেছেন।

ইহাতে কুলোদা বাবু বসিয়া পড়িলেন, এই ব্যাপারে হানাফিগণ কুলোদা বাবুর চরিত্রের উপর সন্দিহান হইয়া গেলেন। অনেকের মতানুসারে আগামী কল্যা সভা হইবে, এই সংবাদ ঘোষিত হইবার পর সভা ভঙ্গ হইল। হানাফি আলেমগণ গগণভেদী জয় নিনাদেও মোহাম্মদিদের শুষ্ক মুখে নানারূপ ব্যাঙ্গোক্তির মধ্যে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় দিবস

পর দিবস ২১শে চৈত্র রবিবার বেলা প্রায় দুইটার সময়হানাফি মাওলানা মৌলবীগণ কেতাব পত্র সহসভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, সভাস্থল তখন কয়েক সহস্র লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে শ্রবণ করিলেন যে, মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ অদ্য সভায় আসিবেন না, এমন সময়ে একজন মজহাব বিদ্বেষী গোঁড়া, কয়েকজন হানাফি নেতার সম্মুখে প্রকাশ করিল যে, আমাদের মৌলবিগণ অদ্য সভায় আসিবেন না, কিন্তু শ্রবণ করিতেছি

যে, হানাফিগণ তাহাদিগকে সজোরে সভাস্থলে ধরিয়া আনিবেন, ইহাতে আমরা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইব। যদি আপনারা অনুমতি প্রদান করেন এবং আমাদের সম্মান রক্ষা করেন, তবে মৌলবী সাহেবগণকে সভায় উপস্থিত করি। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে যেরূপ হানাফিদের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তজ্জন্য হানাফিগণ উত্তেজিত হইয়া আছেন, যদি আমাদিগকে শ্রোতৃবৃন্দ অপদস্থ না করেন, তবে আমাদের মৌলবিগণকে সভায় আনয়ন করি, পরে সেই গোঁড়া লোকটি তাহাদের পালের গোদা ও ধ্বজাবাড়ি ও মৌলবীদিগকে আনিতে গেলেন। ইত্যবসরে সমবেত লোকেরঅনুরোধে বক্তাকুল শিরোমণি মাওলানা রুহল আমিন সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় অর্দ্ধ ঘন্টারও অধিক কাল মজহাবের সত্যতা সম্বন্ধে কোরাণ, হাদিস সহ ওয়াজ করিতে লাগিলেন, তিনি ইহাও বলিলেন যে, এখানে মোহাম্মদীরা আমাদের পিছনে এক জামায়াতে নামাজ পাঠ করেন না, কিন্তু এসলামের আদি স্থান, রুসুলে কোদার জন্ম ও মৃত্যু স্থান এবং কোরাণ শরিফে প্রশংসিত স্থান মক্কা ও মদিনা শরিফে এই চারি মজহাব ছাড়া আর কাহারও নাম গন্ধও নাই, যদি কোন মজহাব বিদ্বেষী তথায় হজ্জ করিতে যায়, তবে তাহাকে মজহাবী বলিয়া স্বীকার ও মজহাবীদের জামায়াতে মিশিয়া শান্ত শিষ্ট খোকাটীর মত নামাজ ও হজ্জ হাদায় করিতে হয়, কেননা তথায় মজহাবী ছাড়া ভ্রান্ত ও গোমরাহ্ দলের স্থান নাই এবং হজ্জের এমাম, হানাফি সম্প্রদায়ের। মক্কা মদিনা তথা কিংবা তত্তুল্য কোন শহরে নিজকে মোহাম্মদী ফেরকা ভুক্ত কিংবা মজহাব মানি না বলিলে শিরচ্ছেদন করা হয়, কেননা ঐ সমস্ত ভ্রান্ত দল শরিয়তের দুশ্মন।

শেষোক্ত ওয়াজগুলির সময়ে মৌঃ বাবর আলী ও মৌঃ এফাজদ্দিন সাহেবদ্বয় সভাস্থলের পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন, কিয়ৎকাল তথায় অপেক্ষা করিয়া তাহাদের বক্তৃতা স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের বিশুষ্ক মুখ ও ছল ছল নেত্রের চাহনী দর্শনে সভাস্থ অনেকেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে আছরের নামাজের ওয়াক্ত হওয়ায় হানাফিগণ বিরাট জামায়াতের সহিত নামাজ আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন, মজহাব বিদ্বেষিরা কিন্তু এইবার হানাফিদের জামায়াতে মিশিয়া নামাজ পাঠ করিলেন। নামাজান্তে বহু শ্রোতা বলিয়া উঠিল যে, অদ্য মৌঃ বাবর আলী ও মৌঃ এফাজদ্দিন

প্রভৃতিরা তওবা করিয়া মাওলানা রুহল আমিন সাহেবের হাতে মুরিদ হইয়াছেন। তাহার একটি কারণ এই যে, গতকল্য হানাফি জামাতে মিশিয়া তাহারা নামাজ পড়েন নাই, আর আজ পড়িলেন। ইতিমধ্যে কালুদা বাবু আসিয়াছিলেন, সভার বহু লোকে গতকল্যকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া এক পক্ষ সমর্থন করার জন্য তাহাকে সভাপতিত্ব পর্য্যন্ত প্রদান করিতে একেবারে অস্বীকার করিলেন। মৌঃ বাবার আলী সাহেব যখন বুঝিলেন যে, কালুদা বাবুকে শালিশ করা দূরের কথা সভাপতিত্ব করিতে কেহ তাহাকে দিবেন না, তখন তিনি বলিলেন সভার শান্তি রক্ষা হইবে কিরূপে? হানাফি পক্ষ হইতে উত্তর হইল, পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট, কালুদা বাবু শ্রোতারূপে থাকিবেন।

অতঃপর বাহাছ আরম্ভ হইল, মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন যে, মজহাব বিদ্বেষীরা গতকল্যকার প্রশ্ন সমূহের উত্তর এবং তাহাদেরবর্ণিত মজহাবধারিগণ কাফের মোশরেক এই মিথ্যা দাবীর প্রমাণ কোরাণ হাদিস হইতে পেশ করিয়া তবে অন্য কথা বলিবেন, আর যদি সাধ্য না থাকে, তবে তাহাদের ঐরূপ মিথ্যা কথা এবং মূঢ়তার জন্য শীঘ্র ত্রুটী স্বীকার করুন। এমন সময় কালুদা বাবু নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ নিরপেক্ষতার মস্তকে কুঠারঘাত করিয়া উঠিয়া বলিলেন যে, পুরাতন কলহ উপস্থিত করা যাইতে পারে না এবং আমি As a Honerary Magistrate (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে) সভা ভঙ্গ করিয়া দিলাম।

হানানিফি পক্ষ হইতে উত্তর হইল যে, এই জন্য আমরা বলিয়াছিলাম, কালুদা বাবু ইসলাম ধর্ম্ম ও মজহাব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এবং তিনি এই সভার সভাপতি হইবার যোগ্য নহেন, তাঁহার এইরূপভাবে পক্ষপাতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার হেতু কি?

তৎপরে মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন যে, ইহা কালুদা বাবুর বর্ণিত পুরাতন কলহ নহে বরং মোহাম্মদীরা তাহাদের লিখিত পুস্তক ফেক্‌হে মোহাম্মদী ও দোয়ায়ে মোহাম্মদীতে চারি মজহাবালম্বিগণকে কাফের মোশরেক বলিয়াছেন, তিনি উহা পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিলেন, কালুদা বাবু নিরুত্তর ও লজ্জিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং কেহ তাঁহার সভাভঙ্গের আদেশে কর্ণপাত করিল না। মৌঃ বাবর আলি উটিয়া বলিলেন যে, এই হানাফি আলেমের লিখিত ছায়েকাতোল-

মোসলেমিনে মোহাম্মদীগণকে দোষারোপ করা হইয়াছে।

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, কি কি দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহা এই সভাতে স্পষ্ট করিয়া পাঠ করুন। তখন মৌঃ বাবর আলী সাহেব কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন যে, মোহাম্মদীগণের মতে সামুদ্রিক শূকর হালাল।

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বজ্র গম্ভীর স্বরে মোহাম্মদীদের মেছকোল খেতামের ১ম খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া বলিলেন যে, এই দলের নেতা নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত হাদিসের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে যে কোন পশু সমুদ্রে মরিয়া থাকে, যদিও তাহা কুকুর ও শূকর হয়, তথাচ উহা হালাল হইবে। মৌঃ এফাজদ্দিন বলিলেন যে, উক্ত কেতাব আমরা মানি না।

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, প্রিয় শ্রোতৃবৃন্দ! দেখুন মোহাম্মদী মৌলবীগণ নিজেদের হার দেখিলে, নিজেদের দলের কেতাব মানি না বলিয়া থাকেন, ইহা তাহাদের ধড়ীবাজি ও রীতি। মৌঃ এফাজদ্দিনের বিষদন্ত চূর্ণ কারী মাওলানা এসমাইল সাহেব উঠিয়া সিংহ নিনাদে বলিতে লাগিলেন, আজ পালাতে দেবো না, মনে করিয়াছে যা তা বলিয়া অন্য স্থানের মত পালয়মান হইব, তা হইবে না।

তখন মৌঃ এফাজদ্দিন কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, এই কেতাবখানা আপনারা মানেন? তৎশ্রবনে মাওলানা এছমাইল সাহেব বলিলেন, তোমার হাতের ঐ কেতাবখানার দু'এক ছত্র শুদ্ধ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। অমনি মৌঃ এফাজদ্দিন কেতাব রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন, মুখে আর কথা সরিল না।

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব তখন উটিয়া বলিলেন, যে, উভয় পক্ষে কি কি কেতাব মানিতে হইবে, তাহা লিপিবদ্ধ করা হউক, নতুবা বাহাছ কালে মোহাম্মদী পক্ষ স্বীয় দলের কেতাবও অস্বীকার করিয়া থাকেন। তখন স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক উভয় পক্ষের কেতাবের লিষ্ট লইতে নিযুক্ত হইলেন। মজহাব বিদ্বেষিগণ কোন্ কোন্ কেতাব মানিবেন, তাহা কিছুতেই লিপিবদ্ধ করিতে চাহেন না, কিন্তু অনেক পিড়াপিড়ি ও শ্রোতৃবৃন্দের মিঠা কড়া কথায় কম্পিত হস্তে লিখিয়া দিলেন যে, আমাদের মানিত দলীল---কোরাণ শরিফ, সহিহ হাদিস,

সহিহ না পাইলে হাসান, আর হাসন না পাইলে জইফ হাদিস মানি। সহিহ বোখারী মোসলেম, আবু দাউদ, নাসায়ী, এবনে মাজা, তেরমিজি, কিংবা তত্তূল্য কোন প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থ। কিন্তু তত্তুল্য কোন প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থের নামোল্লেখ যখন কিছুতেই করিলেন না, তখন মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বলিতে লাগিলেন যে, প্রিয় শ্রোতাগণ! দেখুন তাহারা তাহাদের প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম লিখিতেছেন না, যে কোন কেতাবে তাহাদের মতের বিরুদ্ধে কোন হাদিস পাওয়া যায়, তাহারা বাহাছ কালে উহা অপ্রামাণ্য বলিয়া দাবী করেন, আর যে কোন কেতাবে তাহাদের অনুকুল কোন মত আছে, উহাকে তাহারা প্রামাণ্য বলিয়া দাবী করেন। তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস নাই, প্রমাণ স্বরূপ এক্ষেত্রে ইহা বলা যাইতে পারে যে, গত কল্যা এই সভাতেই মৌঃ আবর আলী বলিয়াছিলেন যে, যে কোন কালের যে কোন স্থানের হাদিস হউক না কেন আমরা মানি আর অদ্য লিখিয়া দিলেন, ছয় কি সাত খণ্ডহাদিছের কেতাব মানি। শ্রোতাগণ বুঝুন, কিরূপ বিন্ন ভিন্ন মত ও জালসাজি। মৌঃ বাবর আলী কোন্ কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থ মানিবেন তাহার নামোল্লেখ করুন। অগত্যা মৌঃ বাবর আলী লিখিয়া দিলেন যে, তত্তুল্য প্রামাণ্য গ্রন্থ যথা—মেশ্কাত।

হানাফি আলেম মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী সাহেব ক্ষিপ্র হস্তে লিখিয়া দিলেন যে, আমাদের মানিত দলীল—প্রথম কোরাণ শরিফ, ২য় জগতের সমস্ত হাদিস গ্রন্থ, কিন্তু তৎসমুদয়ের লেখকগণ যে যে স্থলে ভ্রম করিয়াছেন তৎসমুদয় সংশোধন সাপেক্ষ।

৩য় কোরাণ শরিফের সমস্ত তফসির গ্রন্থ, কিন্তু যে যে স্থলে টীকাকারেরা ভুল করিয়াছেন, সেই সমুদয় স্থান সংশোধন সাপেক্ষ।

৪র্থ সমস্ত ফেক্হ গ্রন্থ, কিন্তু যে যে স্থলে লেখকেরা ভ্রম করিয়াছেন, তাহা সংশোধন সাপেক্ষ।

৫ম, এল্মে তজ্বিদের গ্রন্থ সমুহ। ৬ষ্ঠ, আরবী ব্যাকরণ, নহো, ছরফ ইত্যাদি। ৭ম, আরবী অভিধান।

তৎপরে মাওলানা রুহল আমিন সাহেব উটিয়া বলিলেন, মৌঃ বাবর আলী লিখিয়াছেন, হাদিস তিন প্রকার যথা—সহিহ, হাসান, জইফ। সহিহ্ না পাইলে হাসান, তাহা না পইলে জইফ মানিব এবং ছেহাহ

ছেত্তার ছয় খণ্ড কেতাব মানি।

এক্ষণে আমার প্রশ্ন এই যে, হাদিস তিন প্রকারের ও ছয় খণ্ড কেতাব মাননীয়, ইহা কোরাণ শরীফের কোন পারায় কোন আয়তে ও কোন রুকুতে আছে অথবা রসুলোল্লাহ (ছাঃ) কোন্ হাদিসে বলিয়াছেন, ইহা প্রমাণ করিয়া নিজের দাবীর সত্যতা রক্ষা করুন, নতুবা নিজের লিখিত দাবী ও কথানুসারে হানাফিদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া মজহাব গ্রহণ করুন, যতক্ষণ তিনি এই প্রশ্নের উত্তর না দিবেন, ততক্ষণ আমরা অন্য কথা শুনিতে চাই না ও তাহারাও বলিতে পারিবেন না।

তখন মৌঃ বাবর আলী বিবর্ণমুখে কম্পিতাবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, হানাফিরা তাঁহাদের তফসির, হাদিস ও ফেকহ গ্রন্থগুলির সমস্তই ভুল বলিতেছেন।

তখন মাওলানা রুহল আমিন সাহেব অমিত তেজের সহিত বলিলেন, শ্রোতৃবৃন্দ, দেখুন মোহাম্মদিদের ধোকাবাজী ও চালাকি, কোথায় আমরা হাদিস, তফসির ও ফেকাহকে সমস্তই ভুল বলিয়াছি। আমাদের লিখিত কাগজ এই আমার হস্তে একখানা ও তাহার নকল ঐ মৌঃ বাবর আলীর হাতে রহিয়াছে, তিনি পাঠ করুন যে কোথায় আমরা তাহার মনোক্তি কথা বলিয়াছি।

প্রিয় শ্রোতাগণ, দেকুন, তাহাদের মিথ্যা বলিবার কি আস্পর্দ্ধা এবং জাল জুয়াচুরির পদ্ধতি ও সত্যের অবমাননার চরম ধৃষ্টতা। তিনি এখনও পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিন যে, কোথায় আমরা তাহার কথিত ঐরূপ কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি বলিয়াছি। আর যদি এই দণ্ডে তাহার প্রমাণ পেশ না করেন, তবে জানিব এবং আপনারাও নিশ্চয়ই জানিবেন যে, তাহাদের সমস্তই ধোকাবাজি ও জাল জুয়াচুরিতে পূর্ণ। তাহাদের আস্ফালন ও ধাবন কুর্দ্দন যে সময় আমরা উপস্থিত না থাকি, যখন মোকাবেলা হয়, তখন তাহাদেরপরিণাম কি শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হয় আপনারা তাহা অবলোকন করুন। আরও জানিয়া রাখুন, মিথ্যাবাদীর পরিণাম এইরূপ, কেননা খোদাতায়ালা মিথ্যাবাদীর উপর লানিত করিয়াছেন। হয়ত এই মোহাম্মদী দল উহাদের প্রচারিত নগণ্য একখানা পত্রিকায় এইবাহাছ সম্বন্ধে কত নির্জলা মিথ্যা কথা লিখিয়া স্বসমাজে বাহাদুরী লাভকরিতে চেষ্টা করিবে। তাহার নমুনা স্বরূপ এই

দেখুন যে, আমরা লিখিলাম, হাদিস লেখকেরা, তফসিরকারকেরা এবং ফেকহ লেখকগণ যে যে স্থলে ভুল করিয়াছেন তাহা সংশোধন সাপেক্ষ। আর মৌঃ বাবর আলী সাহেব বলিলেন যে, হাদিস তফসির ফেকহ সমুদয়ই ভুল কি ঘোর মিথ্যা কথা। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিন।

অতঃপর মৌঃ বাবর আলী শর পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘাড় নীচু করিয়া মৌঃ এফাজদ্দিনের কানে কানে কি বলিলেন, পরক্ষণেই সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং দু'একটি কথা আমতা আমতা করিয়া বলিতে যাইয়া চক্ষে সর্ষেরফুল দেখিতে লাগিলেন এবং অপরাগ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। এদিকে হানাফি পক্ষ হইতে তাহাকে বার বার বলা সত্ত্বেও আর উঠিলেন না এবং তাহাদের সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, তখন মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব বলিলেন, দর্শক মণ্ডলী দেখুন, মৌলবী বাবর আলী নিজের লিখিত দলীল কোরাণ হাদিস হইতে প্রমাণ করিতে পারিলেন না ও তাহার জ্বাজ্জ্বল্য মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না এবং আমার যাবতীয় প্রশ্নের একটিরও অকাট্য উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। তাহাদের কথিত দাবীর - মজহাবধারিগণ মোশরেক কাফের ইত্যাদি, কিছুরই প্রমাণ আমার সম্মুখে পেশ করিতে পারিলেন না, অতএব তাহাদের ধোকাবাজী বুঝুন। তাহারা যখন উত্তর দিতে পারিলেন না, তখন তাহাদের হার পরাজয় হইল ও সভা বঙ্গ হইল। অমনি সভার সভ্যগণ হানাফিদের জয় হানাফিদের জয় রবে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিলেন।

মোহাম্মদি পক্ষের ঘোড়াগাছা দয়ারাম প্রভৃতি গ্রামের কতকগুলি লোক তখন মৌ বাবর অলী ও এফাজদ্দিনকে বলিতে লাগিলেন যে, আপনারা ধোকা দিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত আমাদিগের বিস্তর খরচ পত্র লাগাইয়াছেন, এখন আপনাদের কের্দ্দানী বুঝিয়াছি ও ধোকায় আর ভুলিব না, এখন আপনারা আমাদের টাকাগুলি দিয়া কথা বলুন। কেহ কালুদা বাবুকে বলিলেন যে, আপনি বাবর আলী ও এফাজদ্দিনের নিকট হইতে দুই শত টাকা আদায় করিয়া দেন, নতুবা বলেন আমরা আদায় করিয়া লইতেছি। মাওলানা সেরাজদ্দিন মৌঃ এফাজদ্দিনকে বলিলেন, সোনাথা বড়া নাম চু শের নর, অলে মেছলে গিধড়ে চলা ভাগ ঘর।

এই সমস্ত ব্যাপারে মজহাব বিদ্বেষীগণ আতঙ্কে কাঁপিতে

লাগিলেন, সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী বেষ্টিত হইয়া নিজ অবস্থিতি স্থলে যাইয়া হাঁপ ছাড়িলেন।

এদিকে হানাফি আলেমগণ জয় নিনাদের মধ্যে কেতাব পত্র সহ রওয়ানা হইয়া নিকটবর্ত্তী ময়দানে মগরেবের নামাজ আদায় করিলেন। দলে দলে লোক চতুর্দ্দিকে স্বীয় ভবনে গমন করিতেছিলেন, তাঁহাদের গগনভেদী চীৎকার জয় হানাফিদের জয় রবে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। লক্ষ্মীপুর ও তাহার চতুর্দ্দিকের গ্রামসমূহ হইতে রাত প্রায় দশটা পর্য্যন্ত জয় হানাফিদের জয় রব বায়ুমণ্ডলীকে কাঁপাইয়া দূরে বহুদূরে মিশিয়া যাইতেছিল। ফলতঃ এতদঞ্চল হানাফিদের জয় গৌরবে বিভূষিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, আজও স্থানে স্থানে পল্লীজন ও দলবদ্ধ লোক কর্ত্তৃক জয় হানাফিদের জয় জয় মাওলানা রুহল আমিনের জয় বাবর আলীর মুখে কালি রব শুনা যাইতেছে। পর দিবস ২২শে চৈত্র সোমবার শ্রীরামপুর গ্রামবাসীদের অনুরোধে জয় গৌরবে মণ্ডিত মাওলানা রুহল আমিন সাহেব ও মাওলানা আহমদ আলী এমায়েতপুরী সাহেব একটি সভা করিলেন। তথায় মাওলানা সাহেবদ্বয় কোরান হাদিস হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ফতহোল মবিন নামক কেতাবের ৪৬২ জন জগত প্রসিদ্ধ আলেমের মোহরযুক্ত ফৎওয়া শুনাইয়া দেন যে, যাহারা মজহাবধারিদিগকে কাফের মোশরেক বলে ও মজহাবকে অমান্য ও ঘৃণা করে, তাহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ত্যাগ করা প্রত্যেক মোসলমানের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, যাহারা মজহাব বিদ্বেষিদের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ না করেন, তাহারা মহা অন্যায় করিতেছেন।

পরদিবস মওলানা সাহেবগণ কেতাব পত্র সহ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইহার পরে ২৬শে চৈত্র শুক্রবার ঝিনাইদহ মসজেদে জোমার নামাজ পাঠ করিবার জন্য আঞ্জমনে ওয়ায়েজীনের অনারারী প্রচারক খাজুরা নিবাসী মুনশী জহিরুদ্দিন সাহেব ও স্থানীয় মাদ্রাসার মৌলবী সাহেব প্রভৃতি মুছল্লিগণ উপস্থিত হইয়া মৌঃ একাজদ্দিনকে দেখিয়া লক্ষ্মীপুরের বাহাছ সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। সত্যের অবতার (?) মৌঃ একাজদ্দিন বলিলেন যে, ফুরফুরার পীর সাহেবের সহিত আমাদের ঐক্যতা হইয়া গিয়াছে, আমাদের মধ্যে আর কোনও গোলমাল নাই, তবে

মওলানা রুহল আমিন পীর সাহেবের সহিত আমাদের একতা সংবাদ অবগত নহেন বলিয়া, বাহাছ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন মাত্র। তৎপরে নামাজান্তে মিথ্যাবাদীর অগ্রণী ধার্ম্মিক গোছের ঐ লোকটি কিছু সময় ওয়াজ করিতে প্রার্থনা করায় সকলের সম্মতিতে ওয়াজ করিতে উঠিয়া অত্যল্প সময় ওয়াজ ও স্বীয় নীচ প্রবৃত্তি অনুসারে হানাফিদের কুৎসা রটনা করিলে অভিজ্ঞ বক্তা মুনশী জাহির উদ্দিন সাহেব জলদগম্ভীর স্বরে তাহার তীব্র প্রতিবাদ ও মজহাব বিদ্বেষিদের গুপ্ত লীলা ব্যক্ত করিয়া দিলে সমবেত মুছল্লীগণ জয় হানাফিদের জয় রবে মসজেদ প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। শীঘ্র এই সংবাদ রাষ্ট্র জয় হানাফিদের জয় রবে শহরটি মুখরিত হইয়া গেল। লোক মুখে শুনা গিয়াছে যে, ঐ দিসব লাঞ্ছিত মৌঃ এফাজদ্দিন ঝিনাইদহ কোর্টে হানাফিরা অপমান করিয়াছে বলিয়া নালিশ রুজু করিতে গিয়াছিলেন যাহা হউক বেচারার তথায় যাইয়াও নিষ্কৃতি লাভ বা নালিশ রুজু করা জুটে নাই, বরং তৎপরিবর্ত্তে সহস্র সহস্র লোকের বিদ্রুপবাণে জর্জ্জরিতা-বস্থায় কালামুখ লইয়া আড়ঢায় ফিরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন।

এই বাহাছ সংবাদ মজহাব বিদ্বেষিদের হাতের পুথি নগণ্য পত্রিকা যাহার নাম সমাজের আধ আনা লোকেও অবগত নহেন ও যাহার মিথ্যা জাল জুয়াচুরির বহর দেখিলে, স্বতঃই মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়, সেই আহলে হাদিসের বৈশাখ সংখ্যায় সুফি সাহেবের তওবা নামা হেডিং দিয়া তাহাদেরপদ লেহনকারী একজন রিপোর্টার (?) প্রকাশ করিয়াছেন যে, সুফি রুহল আমিন সাহেব এতদিন পালাইয়া ছিলেন যখন দেখিলেন, স্বপক্ষের উত্তেজিত অসংখ্য জনসাধারণকে লইয়া ইচ্ছামত নর্ত্তন কুর্দ্দন করিতে পারিবেন, তখন দলবল সহ হাজীর।

পাঠক! ইহাকেই বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। ন্যায়বান (?) রিপোর্টারকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি এমন কোন সভায় রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন কি না যাহাতে মোহাদ্দেজ কুল তিলক মওলানা রুহল আমিন সাহেবের স্বপক্ষীয় অসংখ্যা জনসাধারণের পরিবর্ত্তে মুষ্টিমেয় আহলে হাদিস দল অসংখ্য হইয়া থাকে?

বহুদর্শী(?) রিপোর্টার এমন কোন সভার স্বপ্ন কখনও দেখিয়াছেন কি না যেখানে তাঁহাদের স্বপক্ষীয় ১০।১২ জন লোক ছাড়া শত লোকও সমবেত হইয়া থাকে? যাহাদের সংখ্যা সমগ্র বঙ্গদেশে মজহাবীদের

তুলনায় একান্ত মুষ্টিমেয়, অর্থাৎ লক্ষ প্রতি ১৭৫ পৌনে দুই জন, তাহারাই আবার বলে, যখন স্বপক্ষীয় অসংখ্য জনসাধারণ হানাফিরা প্রাপ্ত হন,তখন হাজীর হন। ধিক্ তাহাদের মিথ্যা বলায় ও ধিক্ তাহাদেরজীবনে। রিপোর্টটার মহাশয় এইরূপ ভাবে আগা গোড়া মিথ্যা সংবাদ লিখিয়া কাটা কান ঢাকিবার চেষ্টা পাইয়াছেন. সত্য পীর (?) রিপোর্টার লিখিয়াছেন যে, কুদোর মুখে সোজা হইয়া তওবা করিয়া। রিপোর্টার মহাশয়ের চক্ষু কর্ণ আছে কি না এ বিষয়ে উক্ত সভায় উপস্থিত সভ্যগণের নিশ্চয়ই সন্দেহ হইবে, কেননা তিনি এ ঘটনা জানেন না যে, প্রতম দিন মোহাম্মদীরা মগরেবের নামাজ হানাফিদের সহিত পাঠ করে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় দিন আছরের নামাজ হানাফিদের মহিত জামায়াতে মিশিয়া পাঠ করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তখন কি বলিয়াছিলেন না যে, অদ্য মৌঃ এফাজদ্দিন তওবা করিয়া মওলানা রুহল আমিন সাহেবের হাতে মুরিদ হইয়াছে।

পাঠক, কে অথবা কাহারা কুদোর মুখে সোজা হইয়া তওবা করিয়াছিল, তাহা উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা আপনারা বুঝুন. সভাতে ঐরূপ ভাবে বহু মোহাম্মদী কুদোর মুখে সোজা হইয়া তওবা করিয়া হানাফি মজহাব গ্রহণ করিয়াছিলেন. রিপোর্টার আবার আগা গোড়া মিথ্যা সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষী মানিয়াছেন তিন জন হিন্দু সন্তানকে, যেন সে দেশে আর হিন্দু মোসলমান নাই বা তাহাদের হাতেরচরকা স্বরূপ সাক্ষী কয়টি ছাড়া আর কোন লোকই সভায় আসেন নাই। আমরা আমাদেরবাহাছ বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে সভায় উপস্থিত ছিল এমন বহু নিরপেক্ষ সত্যবাদী সভ্যকে সাক্ষী মানিতেছি।

আহলে হাদিস খুব সম্ভব কিছু মান্নত শোধ দিয়া জনৈক হিন্দু সন্তানের নিকট হইতে রক্ষা কবচ স্বরূপ একখানি পত্র কণ্ঠে ধারণ করিয়া স্বসমাজের মুর্খদের নিকট খুব বাহাদুরী লইতে চেষ্টা পাইয়াছে। পত্র বনাম সুপারিশ নামাখানি যে অদ্যন্ত অস্যত ঘটনায় পূর্ণ তাহার প্রমাণ সভায় উপস্তি ছিল এরূপ বহু সভ্যগণ। পত্রখানির এক স্থানে লেখা আছে আলোচ্য বিষয়ের উপর কোনরূপ মীমাংসা না করিয়া।

পাঠক! হানাফিগণের জিজ্ঞাসিত সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়াও এবং মোহাম্মদিদের উপস্থাপিত দাবীর প্রত্যেকটার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও যদি আলোচ্য বিষয় মীমাংসিত না হয় অথবা হার

জিত স্পষ্টরূপে বুঝা না যায়, তবে ইহাকেই কি বলে না যে সমস্ত রাত কান মলিয়াছে কিন্তু বেইজ্জত করিতে পারে নাই। এই সমস্ত মিথ্যাবাদী দলের কি আর লজ্জা হইবে না? ধিক্ তাহাদের বে-সরমীতে।

এই চির পরাজিত ও লাঞ্ছিত বেহায়ার দল মাজমপুর, সাতক্ষীরা, বেতা পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যৎপরোনাস্তি ভাবে পরাজিত হইয়া আসে এবং স্বীয় ধর্ম্ম মতানুযায়ী মিথ্যার ও কবির খেউড় পূর্ণ করিয়া এক পুস্তিকা লিখিয়া শাখা মৃগের ন্যায় খুব নর্ত্তন ও কুর্দ্দন করে, উপরোক্ত স্থান সমূহের বহু মোহাম্মদি স্বীয় ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্য মত হানাফি মজহাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বহু লোক অদ্যাপিও জীবিত আছেন. ইচ্চা করিলে কোন পাঠক ইহার প্রমাণ সমূহ গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রিয় পাঠক! উক্ত খেউড়কারী দলের কাণমলা খাইয়াও জয়ী হওয়া স্বভাব ও তাহাদের মিথ্যা জাল জুয়াচুরির বহর সমগ্র দেশের কাহারও অবিদিত নাই, তাহাদের বিশেষ স্বভাব যে সম্মুখে ভিজে বিড়াল, অসাক্ষাতে সিংহ। অতএব তাহাদেররান্না ঘরে বসিয়া হাম বাড়া গোছের কথায় কর্ণপাত করার কোন দরকার নাই. তাহাদের মিথা জাল জুয়াচুরি, তার উপর ছিনা জুরী দর্শণে বলিতে হয় যে আগা গোড়াই দোস তোমার, আগা গোড়াই দোষ কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরি এই বড় আফসোস।